বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

রাঁচি, বৃহস্পতিবার
28:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>079 >> 11 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭৯ >> << ১১ই, পৌষ ১৪৩০>>

সুইডেনের নেটো সদস্যপদ নিয়ে তুরস্কের সংসদে বিতর্ক

তুরস্ক ঃ সুইডেনের নেটো সদস্য লাভের বিষয়ে মঙ্গলবার আবারও তুরস্কের সংসদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটিতে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়েপ এরদোয়ান সুইডেনের নেটো সদস্য লাভের সঙ্গে তুরস্কের এফ সিক্সটিন যুদ্ধবিমান কেনার অনুরোধটি যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন লাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। জুলাই মাসে নেটো সদস্য রাষ্ট্র তুরস্ক , সুইডেনের নেটোতে যোগদানের বিষয়ে তাদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয় কিন্তু এর অনুসমর্থন প্রক্রিয়াটি সংসদে আটকে আছে। তুরস্ক সুইডেনকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে দেশটি তুরস্কের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। যেমন কুর্দি জঙ্গি ও অন্যান্য গোষ্ঠী যাদেরকে আংকারা হুমকি বলে মনে করে তাদের বিরুদ্ধে তুরস্কের লড়াইকে সুইডেন কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ মাসে তুরস্ক আরেকটি শর্তের কথা বলে । তারা খোলাখুলি জানায় যে তাদের বর্তমান বিমানবহরকে আরও আধুনিক করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যদি ৪০টি এফসিক্সটিন ফাইটার জেট এবং আনুসঙ্গিক জিনিষপত্র তুরস্কের কাছে বিক্রি করার বিষয়টি অনুমোদন করে তা হলেই তারা সুইডেনের সদস্যপদের প্রস্তাব অনুসমর্থন করবে। তুরস্কের নেতা দুটি আইনই একই সঙ্গে অনুমোদনের আহ্বান জানান এবং আরও বলেন যে কানাডা ও অন্যান্য নেটো মিত্ররাষ্ট্রদের তুরস্কের উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতেই হবে। তুরস্কের এফসিক্সটিন পাবার অনুরোধকে হোয়াইট হাউজ সমর্থন করে কিন্তু তুরস্কের কাছে সামরিক কিছু বিক্রি করার বিষয়ে কংগ্রেসের প্রবল আপত্তি রয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 72038.43 +701.63
NIFTY : 21654.75 +213.41

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	12.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .11 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .28 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ঃ নরেন্দ্র মোদীকে লোকসভা নির্বাচনে কাউন্টার করতে কংগ্রেসের হাতিয়ার

নয়া দিল্লি ঃ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বা এআইসিসির তরফে দলীয় কাজ পর্যালোচনায় বেশ কয়েক জন নতুন মুখ সামনে এনেছেন।

তাতে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে উত্তর প্রদেশের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে দল। উত্তর প্রদেশের প্রিয়ঙ্কার জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিনাশ পাণ্ডেকে। প্রিয়াঙ্কাকে কোনও রাজ্যেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

কংগ্রেস সূত্রে খবর লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেও দলের প্রচারের অন্যতম মুখ হিসাবে ভাবা হচ্ছে।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে কংগ্রেসের তরফে ভাবা হচ্ছে প্রিয়াঙ্কা মূলত নরেন্দ্র মোদীর প্রচারের জায়গাগুলিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রচার করবেন।

মোদীকে কাউন্টার করার ক্ষেত্রেও জয়রাম রমেশের পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কাও থাকবেন দলের তরফ থেকে। তিনি সেই কাজ শুরুও করে দিয়েছেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর দলের মুখ থাকবেন রাহুল গান্ধীই। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে প্রধানমন্ত্রী মুখ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কিন্তু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি রাহুল গান্ধীর দ্বিতীয় ভারত জোড়ো যাত্রার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই।

শুধু প্রচার নয়, কংগ্রেসের একাংশ এমনকী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীকে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসাবে তুলে ধরার দাবি জানিয়ে আসছে বহু বছর ধরেই। প্রিয়াঙ্কার চেহারা এবং বাচনভঙ্গির মধ্যে কংগ্রেস সমর্থকেরা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মিল খুঁজে পান।

রাজস্থানের নেতা শচীন পাইলটকে ছত্তীসগড়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দীপা দাসমুন্সিকে কেরল এবং লাক্ষাদ্বীপ ছাড়াও তেলেঙ্গানার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুকুল ওয়াসনিককে পাঠানো হয়েছে গুজরাটের দায়িত্ব দিয়ে। কুমারী শৈলজাকে দেওয়া হয়েছে উত্তরাখণ্ডের দায়িত্ব।

দিল্লিতে ইসরাইল দূতাবাসের কাছে বিস্ফোরণের শব্দে তদন্তকারী সংস্থা ও পুলিশ তৎপর

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ইসরাইল দূতাবাসের কাছেই বিস্ফোরণের শব্দকে ঘিরে মঙ্গলবার ২৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সন্ধ্যায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিল্লি পুলিশ এবং জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)'র আধিকারিকরা।

ইসরাইল দূতাবাসের পিছনের একটি ফাঁকা জমিতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ও এনআইএ কর্তারা। বিস্ফোরণের কোনও নমুনা তারা পাননি। হতাহতের কোনও খবরও জানা যায়নি। দিল্লির চাণক্যপুরী এলাকায় রয়েছে ইসরাইল এর দূতাবাস। দূতাবাসের পাশে রয়েছে পরিত্যক্ত জমি। সেখানেই বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় বিকেলে দিল্লির দমকল দফতরে ফোন করেন অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি। তিনি দূতাবাসের পাশে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন বলে দমকল কর্মীকে টেলিফোনে জানান। দমকলের তরফে তৎক্ষনাৎ দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী এবং জাতীয় নিরাপত্তা আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দিল্লির দমকল বিভাগের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। তবে দূতাবাসের পাশের ফাঁকা জমিতে বিস্ফোরণ জাতীয় কিছু একটা হয়েছে, তা নিশ্চিত। ইসরাইল দূতাবাসের তরফেও বিস্ফোরণের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভারতের কুস্তি ফেডারেশনে যৌন হেনস্থা বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের আরও এক মহিলা কুস্তিগির কুস্তি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের জাতীয় সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট কেন্দ্রের তরফে পাওয়া পুরস্কার খেলরত্ন ও অর্জুন ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠিও দিয়েছেন তিনি। সেখানে ভিনেশ ফোগাট লিখেছেন, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনে মুখ দেখানোর জন্যই কি মহিলা কুস্তিগিরদের রাখা হয়েছে? আমি আমার সম্মানমর্যাদা নিয়েই বাঁচতে চাই। তাই জাতীয় সম্মান ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভারতের মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ও সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিং এর অপসারণ ও ন্যায়ের দাবিতে চলতি বছরে দীর্ঘ আন্দোলন করেছিলেন ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী কুস্তিগিরেরা। তাদের মধ্যে অন্যতম সাক্ষী মালিক, ভিনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়া প্রমুখ।

ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে কুস্তি ফেডারেশনের প্রধানের পদ থেকে সরানোর পর প্রতিবাদের মাত্রা কিছটা কম হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তার ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিংকে সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান পদে বসাতেই ফের আন্দোলন শুরু করেন কুস্তিগিরেরা। সঞ্জয় সিং ফেডারেশনের প্রধান হওয়ার পরই কুস্তি থেকে অবসরের ঘোষণা করেন অলিম্পিক পদকজয়ী সাক্ষী মালিক। তারপরেই ভারতের অন্যতম জাতীয় সম্মান পদ্মশ্রী পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন বজরং পুনিয়া। ভারতের বধির কুস্তিগির বীরেন্দ্র সিং যাদবও নিজের পদ্ম সম্মান ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বজরং পুনিয়ক প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন পদ্ম পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি ঢুকতে পারেননি, বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা আগেই তাকে বাধা দেয় দিল্লি পুলিশ। শেষে রাস্তার ধারে ফুটপাথেই পদ্মশ্রী পুরস্কার রেখে চলে আসেন বজরং পুনিয়া।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

গাজার জন্য মানবিক ত্রাণ সমন্বয়ক নিযুক্ত করলো জাতিসংঘ

গাজা ঃ মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়ে শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হয় তারই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার জাতিসংঘ, গাজায় মানবিক ত্রাণ সামগ্রী চালানের তদরকির জন্য একজন সমন্বয়ক নিযুক্তির ঘোষণা দিয়েছে। নেদারল্যান্ডস'এর সিগরিড কাগকে গাজায় মানবিক ও পুনর্নির্মাণ বিষয়ক ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তিনি ৮ জানুয়ারি থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। জাতিসংঘ বলেছে, তাঁর এই ভূমিকায় তিনি গাজার জন্য মানবিক ত্রাণের চালানের সুবিধা প্রদান করবেন, সমন্বয় সাধন , নজরদারি এবং 'এর যথার্থতা নিশ্চিত করবেন। যে সব দেশ এই সংঘাতে জড়িত নয় তিনি তাদের মাধ্যমে গাজায় ত্রাণ পাঠানো তরান্বিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যকার ১১ সপ্তাহব্যাপী এই যুদ্ধে গাজায় ক্রমবর্ধমান নিহতদের সংখ্যা এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলে মানবিক সংকট নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল অস্ত্র বিরতির বিরোধীতা করছে এ কথা মনে করে যে যুদ্ধবিরতি হলে কেবল হামাসেরই সুবিধা হবে। তার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র অসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা ও হামাসের হাতে জিম্মিদের মুক্ত করানোর জন্য লড়াইয়ে সাময়িক বিরতিকে সমর্থন করছে। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইলে আক্রমণ চালিয়ে ১২০০ লোককে হত্যা করে এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। হামাসের হামলার জবাবে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতেনিয়াহু পাল্টা আক্রমণ চালান যার ফলে হামাস শাসিত গাজার বেশির ভাগ এলাকাই বিধ্বস্ত ভূমিতে পরিণত হয়েছে। হামাস শাসিত গাজায় ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে ইসরাইলের আক্রমণে প্রায় ২১,০০০ লোক নিহত হয়েছে । আশংকা করা হচ্ছে আরও বেশি লোক ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছে। গাজার মোট জনসংখ্যা ২৩ লক্ষ লোকের প্রায় সকলকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় , অনেককে বহুবার গৃহত্যাগ করতে হয়।

হামলা ইরান সমর্থিত জঙ্গীদের অংশ কাতাইব হিজবুল্লাহ সোমবারের হামলার দায় স্বীকার করেছে

ইরাকে ইরান সমর্থিত মিলিশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পালটা আঘাত

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী)ঃ সোমবার ইরাকে ইরান সমর্থিত মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় আমেরিকান বাহিনী। ইরাকে ড্রোন হামলায় তিন আমেরিকান সৈন্য আহত হওয়ার জবাবে এই হামলা চালায় তারা। সব হামলাই কাতাইব হিজবুল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর ব্যবহার করা তিনটি স্থানে চালানো হয়েছে জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইরান সমর্থিত মিলিশিয়াদের ইরাক ও সিরিয়ায় আমেরিকান সৈন্যদের ওপর ধারাবাহিক হামলার জবাবে নির্ভুলভাবে পালটা জবাব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ইরান অনুমোদিত কাতাইব হিজবুল্লাহ এবং এর সাথে সম্পর্কিত গোষ্ঠীগুলির আজ সকালে আরবিল বিমান ঘাঁটিতে হামলার বিষয়টিও ছিল। তাছাড়া ইরান সমর্থিত মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলির সক্ষমতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যও ছিল।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেছেন, ইরান সমর্থিত জঙ্গীদের অংশ কাতাইব হিজবুল্লাহ সোমবারের হামলার দায় স্বীকার করেছে। হামলায় আমেরিকান সেনার এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানান তিনি। ইরাকি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার বিরোধিতা করে একে শত্রুতামূলক কাজ এবং ইরাকের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জোট বাহিনীর এই অঞ্চলের অভিযান ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটকে মোকাবেলার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গাজা ভূখন্ডে হামাসকে নির্মূল করতে ইসরাইলের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে আমেরিকান সেনাদের ওপর এ ধরনের প্রায় ১০০টি আক্রমণ হয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বলছে, আক্রমণগুলির বেশিরভাগই তারা বাধা দিতে পেরেছে। যার ফলে তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। যদিও কিছু সংখ্যক সৈন্য আহত হবার ঘটনা ঘটেছে।

রাস্তায় আলো জ্বালাতে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা!

মালদা ঃ ছিলেন গৃহবধূ। এখন তিনি পঞ্চায়েত প্রধান। রাতে ঘুরতে বেরিয়ে তাঁর নজরে আসে, বেশ কিছু রাস্তায় কোনও আলো নেই। অন্ধকারে ডুবে রয়েছে সেই রাস্তাগুলি। বাসিন্দাদের দাবি মতো সেই পাড়ায় সৌরবাতি বসানোর উদ্যোগ নেন তিনি। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল যে অর্থশূন্য! এমন অবস্থায় কি করে আলো জ্বলবে সেই অন্ধকার রাস্তায়? নিজেই প্রশ্ন তোলেন। সমাধানের পথও বের করলেন নিজেই। ওই রাস্তায় আলো জ্বালাতে নিজের অ্যাকাউন্টে জমানো 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের টাকা দিয়ে নজির গড়লেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান আখতারি খাতুন। রাস্তায় আলো জ্বালাতে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা! রাজ্যে এই ধরনের নজির নেই বলে দাবি করেছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। দু'বছর আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তা হন তিনি। ফি মাসে তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢোকে ৫০০ টাকা করে। সেই টাকা তিনি খরচ করেননি। দুই বছর অর্থাৎ ২৪ মাসে জমে যায় ১২ হাজার টাকা। নিজের অ্যাকাউন্টেই জমিয়ে রাখেন সেই টাকা। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেন। তারপর দলের নির্দেশ মতো মালদহের কালিয়াচকের আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান নির্বাচিত হন আখতারি। তাঁর স্বামী ওবাইদুল্লাহ কাপড়ের ব্যবসা করেন। বর্তমানে তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি ওবাইদুল্লাহ। স্ত্রীর জমানো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা জনগণের কাজে খরচ হবে জেনে তিনিও গর্বিত। তার সাথে সাথে এলাকাবাসী রাও প্রধানের এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

কোলকাতার রাজপথে যারা ডিএ নিয়ে আন্দোলন করছে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

কলকাতা ঃ কোলকাতার রাজপথে যারা ডিএ নিয়ে আন্দোলন করছে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। উনারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই করছেন রাস্তায়। এত আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী ৪ ডিএ ঘোষণা করেছেন। এটা কর্মচারী উচ্ছাস জলপাইগুড়িতে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জেলার কর্মচারী কনভেনশনে যোগ দিতে এসে ডিএ নিয়ে মুখ খুললেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়ক। তিনি আরো জানান আমরা বাংলার, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মতো ডিএ দিচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারী দরদী কর্মচারী বিরোধী নন। কর্মচারীদের স্বার্থে উনি কাজ করে আসছেন।উনি কর্মচারী দরদি।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন ডা.মানস রঞ্জন ভুইয়া, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বিধায়ক, SJDA এর চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্পোর্টস প্রতিযোগিতার আয়োজন

শিলিগুড়িঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্পোর্টস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। চলতি মাসের ২৭ তারিখ এই স্পোর্টস এর আয়োজন করা হয়েছে। এই পোস্টে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্মকর্তারা।

গারবেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের

উত্তর দিনাজপুরঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের স্টেট ফরম কলোনি জুনিয়র বেশি কি স্কুলে পাশে থাকা গারবেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঘটনাস্থলে আসে ইসলামপুরের দমকল বিভাগের আধিকারিকরা দমকল বিভাগের আধিকারিকরা এসে আগুনকে নিয়ন্ত্রণে এবং স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাস জানিয়েছেন গতকাল রাতে কিছু অসাধু মানুষ এসেছিল তারা শিরেট বিরি খেয়ে ছিল তার এই আগুন লাগিয়েছে

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তির বাসিন্দাদের স্থানান্তরণের প্রক্রিয়া শুরু

আলিপুরদুয়ার ঃ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর জঙ্গলে স্থিত কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া ও কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়াবস্তি বাসিন্দাদের স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো।ইতিমধ্যেই এই দুটি বনবস্তির বাসিন্দাদের একাউন্টে পূর্নবাসনের টাকা প্রবেশ করতে শুরু করেছে। শনিবার কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া বনবস্তিতে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। এদিন তিনি বনবস্তি বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে সভা করেন। প্রকাশ চিকবড়াইক জানান এই দুটি বনবস্তির চারপাশে নদী,বর্ষার সময় এদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেত। এদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এবং তার জন্য আর্থিক প্যাকেজও দেওয়া হচ্ছে।

প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্রে আয়োজিত হলো আকাশ পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্রে আয়োজিত হলো আকাশ পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠান। টেলিস্কোপ এর মাধ্যমে দেখা যাবে আকাশের চাঁদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রহ। ইতিমধ্যেই এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে সাড়া মিলেছে বহু মানুষের। তবে এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য কোন অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না দর্শনার্থীদের। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান কেন্দ্রে সন্ধ্যা হলেই ভিড় জমাচ্ছে ক্ষুদে থেকে শুরু করে বয়স্ক সকলেই।

গাছ থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আমবাড়িতে

শিলিগুড়ি গাছ থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আমবাড়িতে।শনিবার সকালে রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি সংলগ্ন করতোয়া নদীর পাড়ে একটি গাছ থেকে ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম সুভাষ সরকার।আমবাড়ির কামারভিটা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ব্যক্তি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গাছে ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।এরপর খবর দেওয়া হয় আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকে।পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি সুভাষ সরকার পেশায় টোটো চালক ও একটি চায়ের দোকান করতেন।কি কারণে এই ঘটনা ঘটলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ।

সুন্দরবনের গ্যাসের কানেকশনের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করতে গিয়ে হয়রানি শিকার

বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্যাসের কানেকশনের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করতে গিয়ে হয়রানি শিকার। রাতভরগ্রাহক হয়রানি গ্যাস অফিসের কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ ।সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রান হচ্ছে মানুষ । গ্যাসের কানেকশনে আধার লিঙ্ক করতে হবে । কিন্তু লিঙ্ক ভালো না থাকার কারণে সঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে না , আর তাই দুর দূরান্ত থেকে আসা মানুষ সকাল থেকে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খাওয়া দাওয়া করে লাইনে দাঁড়িয়ে । অবশেষে গ্যাস অফিসের কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ ।কখন হবে আধার লিংক এর কাজ তাও সঠিকভাবে বলতে পারছে না গ্যাস অফিসের কর্মীরা । গ্যাস অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মীকে ভিড়ে তাদের অভিযোগ আমরা কেউ নদীপথে কেউ আবার পায়েঁটে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার সকাল থেকে আধার লিঙ্ক করার জন্য এসেছি কিন্তু হয়রানির শিকার হচ্ছে। দিন চলে গিয়ে রাত গড়িয়ে আসছে তাও আধার কার্ডের লিংক করতে পারছে না। চরম অব্যবস্থা মধ্যে পড়েছে প্রান্তিক মানুষেরা তাই একরাশ অভিযোগ ইন্ডিয়ান গ্যাসের বিরুদ্ধে। ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে নারাজ গ্যাস অফিসের কর্মীরা।

সোনা রুপোর দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

বর্ধমান ঃ বর্ধমানের দেওয়ানদীঘি থানার তালিত রেলগেট এলাকায় এক সোনা রুপোর দোকানে দুঃসাহসিক চুরি এই ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়।দোকানের শাটারের তালা এবং কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢোকে দুস্কৃতীরা। চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে।এই বিষয়ে দোকানের কর্মচারীরা জানান এইরকম ঘটনা এই প্রথম ।তারা আরও জানান দোকান থেকে ২৬ টি আংটি , ও রুপোর গহনা সহ লাখ তিনেক টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে । ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল বাংলার এক যুবকের

ডায়মন্ডহারবার ঃ সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বাংলার এক যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা, একমাস আগে সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল দেউলার সরাচি এলাকার বছর ১৭ যুবক রোহিত গাজী। রোহিত পড়াশোনায় বরাবরই মেধাবী ছিল। কিন্তু সংসারের হাল ধরতে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বুক বাইন্ডিং এর কাজে যায় রোহিত। শুক্রবার রাতে কাজ শেষ করার পর ইলেকট্রিক তারে জামা শুকাতে দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে কিছু হয় তার। এই খবর এলাকায় পৌঁছানোর পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। এ বিষয় রোহিতদের বাবা রমজান গাজী বলেন, ছেলে বরাবরই মেধাবী ছিল কিন্তু আমাদেরকে না বলে সংসারের হাল ধরার জন্য ১০-১২ জন বন্ধু মিলে উড়িষ্যাতে কাজে যায়। এরপর সব কিছু ঠিক ছিল কিন্তু দুর্ঘটনার খবর বাড়িতে আসতে সব শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।কিভাবে হলো এই দুর্ঘটনা ঘটলো বুঝে উঠতে পারছিনা। আমার দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে মারা গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরল। পরিবার দিশা হারা হয়ে গেল।

চারচাকা ও বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১,জখম ১

বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাটের টাকি রোডের মধ্যমপুর স্কুল মাঠের সামনে পথ দুর্ঘটনা। চার চাকা পিকআপ ভ্যান ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বছর তেইশের হাসানুর গাজী।, স্থানীয় সূত্রে জানা যায় তার বাড়ি সাকচুড়া বাগুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিহরপুর এলাকায়। ঘটনাস্থলের কিছু দূর আগে পার্শ্ববর্তী একটি পিকনিক স্পটে কাজ করতো ওই যুবক। কাজ সেরে দুই যুবক গভীর রাত্রে রাত্রেবাড়ি ফিরছিল, হঠাৎই সামনের দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান সামনাসামনি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় যুবকের জখম অবস্থায় আরো এক যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে বসিরহাট থানার পুলিশের খবর দেয়, ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নতন্ত্রের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশমার্গে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি কি কারনে এই দুর্ঘটনা, ব্রেক ফেল করে, না মদ্যপ অবস্থা থাকার কারণে, না নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, এই দুর্ঘটনা সবটাই তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

সৌদি আরব থেকে লাশ ফিরতে এলাকায় শোকের ছায়া

মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার পারুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ভয়তা গ্রামের যুবক কুদরত শেখ বয়স ৩০ সংসারের অভাব অনটনের। জন্যে পাড়ি দিয়েছিলো সৌদি আরবে সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর হঠাৎ একদিন বাড়িতে খবর আসে কুদরত সেখ মারা গেছে সৌদি আরবে সেই খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো পরিবারের লোকজন। সৌয়াদা বিবি বলেন আমার ভায়ের লাশ আনতে গ্রামবাসীরা সাহায্য করেছে তিন মাস পর দেশের বাড়িতে কাফন বন্দি কুদরত শেখ লাশ ফিরলো পারুলিয়া ভয়তা গ্রামে গ্রামে লাশ ফিরতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে কুদরত শেখ সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন এক নাবালক ছেলে এক মেয়ে কুদরত সেখের স্ত্রী বলেন আমরা গরীব মানুষ আমাদের কিছু নেই সে মারা গিয়েছে আমি কী করে সংসার চালাবো ছেলে মেয়ে মানুষ করবো ।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই উত্তপ্ত দিনহাটা। দিনহাটার ঝুড়ি পাড়া এলাকায় বিজেপির মন্ডপ সভাপতির বাড়িতে বৈঠক চলাকালীন বৈঠকে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগেই উত্তপ্ত দিনহাটা। দিনহাটার ঝুড়ি পাড়া এলাকায় বিজেপির মন্ডপ সভাপতির বাড়িতে বৈঠক চলাকালীন বৈঠকে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৈঠকে ভাঙচুরের পাশাপাশি বিজেপির তিন নম্বর মন্ডল সভাপতির গলায় চাকু মারার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দু পক্ষের তিনজন গুরুতর আহত হয়। তিনজনই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অভিযোগ শনিবার দুপুরে বিজেপির মন্ডল সভাপতি ঈশ্বর দেবনাথ এর বাড়িতে বিজেপির খুলি বৈঠক ছিল। সেই খুলি বৈঠক চলাকালীন অতর্কিত হামলা চালায় তৃণমূল এর গুন্ডা বাহিনী। ছুরি এবং চাকু দিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর আঘাত করা হয়। ঘটনাস্থলে চেয়ার এবং কর্মীদের বাইক ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনায় আহত হয় ঈশ্বর দেবনাথ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপির সম্পাদক অর্জুন চক্রবর্তী। বিজেপির এই দুই কর্মীর পাশাপাশি এই ঘটনায় তৃণমূল কর্মী আমির আলম গুরুতর আহত হয়।

শুরু হয়ে গেছে গীতা পাঠের রিহার্সাল

কলকাতা ঃ আজ থেকেই শুরু হয়ে গেছে গীতা পাঠের রিহার্সাল যাতে আগামীকাল নির্ভীঘ্নে সম্পন্ন করা যায় লক্ষ্ কণ্ঠে গীতা পাঠ। পাশাপাশি চলছে, মঞ্চ তৈরীর প্রক্রিয়া, মঞ্চে সোফা চিয়ার ও বিশাল আকৃতির এলসিডি।মঞ্চের দুপাশ থেকে দুটো সিঁড়ি দিয়ে প্রবেশ করা হবে মঞ্চে। এর পাশাপাশি রাস্তা থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অর্থাৎ সরাসরি গীতা পাঠের আসরে পৌঁছানোর বেশ কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফে। এছাড়া একটি মাত্র রাস্তা বরাদ্দ কেবলমাত্র ভিআইপি অতিথিদের জন্য, যা সরাসরি মঞ্চের পিছন দিকে এসেছে শেষ হবে। পুরো ব্রিগেডজুড়ে আজকে নিজস্ব মহিলা পুরুষ স্বেচ্ছাসেব।

উত্তরে হাতে হেরে গিয়ে মন খারাপ দক্ষিণ কলকাতার কাউন্সিলর দের

কলকাতা ঃ জার্সি পড়ে হাতে ব্যাট নিয়ে মাঠে নামলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ক্রিজে স্ট্রাইক নিয়ে ব্যাট চালানোর চেষ্টা মেয়রের। তবে উত্তরে হাতে হেরে গিয়ে মন খারাপ দক্ষিণ কলকাতার কাউন্সিলর দের। দিনটা ছিল কলকাতা পৌর সংস্থার অধীনে মেয়রস ক্রিকেট কাপ। যেখানে অংশগ্রহন করেছিলেন সমস্ত কাউন্সিলররা। উত্তর থেকে দক্ষিণ সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দের নিয়ে এদিন পাটুলি উপনগরী মাঠে মেয়রস কাপের ক্রিকেটের আয়োজন করা হয়। হাজির ছিলেন কলকাতা পৌর সংস্থার চেয়ারপারসন মালা রায় , মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ সহ উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুরুষ এবং মহিলা কাউন্সিলররা। মার্চ পাসের মাধ্যমে শুরু হয় একদিনের পারদর্শিনী ক্রিকেট ম্যাচ। সারা বছর রাজনীতি থেকে নিয়ে প্রশাসনিক কচকচানি থেকে মধ্যে থাকেন রাজনীতিবিদ কাউন্সিলররা। তবে আজকে ছিল একটা আলাদা আনন্দ ও উল্লাসের দিন। ক্রিকেট ম্যাচে মাধ্যমে ছোটবেলার স্মৃতিতে ফিরে গেলাম সমস্ত কাউন্সিলররা। তবে আজকেও ক্রিকেট ম্যাচে ও গরহাজির ছিলেন বিরোধী কাউন্সিলররা। তবে রাজনীতির পাশাপাশি খেলার মাঠে ও প্রস্তুত থাকতে হয় বলে জানালেন কলকাতা পৌর সংস্থার চেয়ারপারসন মালা রায়। আজকেদিন তিনি ও উপভোগ করলেন এই প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচের আনন্দ। কাউন্সিলরদের মধ্যে ও দেখা যায় আনন্দ ও উদ্দীপনা। বিশেষ করে মেয়র ও চেয়ারম্যান কে পেয়ে খুশি সমস্ত কাউন্সিলর রা। এদিন ছিল শুধু ক্রিকেটের গল্পঃ। তিন চার বছর পর ব্যাট ধরলেও কোমরের সমস্যার হলেও আনন্দ মেতে উঠেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজেই। এদিন মেয়র হাতে ফুল তুলে দিয়ে সম্বর্ধনা জানান কলকাতা পৌর সংস্থার মুখ্য সচেতক তথা মেয়রস কাপের মূল আয়োজক ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। এদিন মহিলা কাউন্সিলরদের মেয়রের সঙ্গে সেলফি ও ছবি তুলতে দেখা যায়। এছাড়া সংবর্ধিত করা হয় চেয়ারপারসন ও ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ কেও। কারোর মন খারাপ আবার কারোর জয়ের উল্লাস ছিল তুঙ্গে। তবে মেয়রের বার্তা জয় পরাজয় থাকবে। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণ সমস্ত কাউন্সিলররা একসঙ্গে আছে। আর মুখ্যমন্ত্রী এবং দাকের সুপ্রিমো মমতা বঙেদাপাধ্যায় থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষে কে সেবা প্রদান করে একসঙ্গে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তবে সবচে বেশি আনন্দিত দেখা যায় মহিলা কাউন্সিলর দের। হার জিতের উর্দ্ধে উঠে খুব মজা করলেন সমস্ত রাজনীতিক ও কাউন্সিলররা। তবে উত্তরের কাছে দক্ষিণে হারের কিছুটা হলেও মন খারাপ হল দক্ষিণের। ডেপুটি মেয়রের কাছে মেয়রের দক্ষিণ কাউন্সিলরের হারে মধ্যে দিয়ে একদিনের আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যে দিন কাটালেন সমস্ত কাউন্সিলররা।

নিউটাউন ঝিলপাড়ে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ

কলকাতা ঃ নিউটাউন ঝিলপাড়ে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। উচ্ছেদ করতে আসা হিডকোর লোকজনকে বাধা ও মারধর করার অভিযোগ দোকানদারদের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে নিউটাউন থানার পুলিশ।শনিবার নিউটাউন ঝিলপাড়ে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ হিডকোর কর্মীর। উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়। অভিযোগ হিডকোর লোকজন যখন দোকান উচ্ছেদ করতে আসে, দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বাধা দেয। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে এবং এর পরই হিট কোর কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ। পাশাপাশি হিডকোর লোকেদের বিরুদ্ধেও দোকানদারদের মারধর করার অভিযোগ। হিডকোর লোকেদের বিরুদ্ধে দোকান ভাঙচুর করার অভিযোগ এনে ক্ষিপ্ত দোকানদাররা নিজেদের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে নিউ টাউন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

২৯ তারিখ পর্যন্ত আকাশ আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে

কলকাতা ঃ বঙ্গোপসাগড়ে থেকে আসা জলীয় বাষ্পর কারণে দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেড়ে গেছে। আজ দক্ষিণবঙ্গে জেলাগুলিতে মেঘলা আকাশ থাকবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে মেঘলা আকাশ থাকবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আবার ২৪ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত আকাশ আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।তাপমাত্রা স্বাভাবিক এর থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেশি থাকবে। কলকাতায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ মেঘলা আকাশ থাকবে কাল থেকে আকাশ পরিস্কার হবে। কলকাতার রাতের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৭ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ থেকে ২৭ এর আশে পাশে থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে কলকাতা থেকে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি কম থাকবে। উত্তরবঙ্গে আজ মেঘলা আকাশ,আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকায় হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন হল বড়দিন

কলকাতা ঃ রাজভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন হল বড়দিন। উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রিক রাজ্যপাল। আমন্ত্রণ করা হয়েছিল বিভিন্ন মিশনারি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন চার্চের ফাদার ও সিস্টাররা, ও বিশেষ অতিথিরা। বিভিন্ন নাচ গানের মাধ্যমে এক ঘন্টার অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে ক্যারল গানের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করেন একটি স্কুলের ছাত্রীরা। পাশাপাশি বড়দিন মানেই আমরা অপেক্ষা করে থাকি বিভিন্ন উপহার সান্তা ক্লজের থেকে। আর এবার একটি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সান্তা ক্লজ সেজে জিঙ্গেল বেল গানের নৃত্য পরিবেশন করেন ।

গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন খাল থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত মৃতদেহ, এলাকায় চাঞ্চল্য

সোনারপুর ঃ দক্ষিণ শহরতলীর গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন খাল থেকে উদ্ধার সদ্য জাতের মৃতদেহ। এই মৃতদেহ উদ্ধাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন খালের উপর একটি সদ্যোজাতের মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তড়িঘড়ি খবর দেয়া হয় থানাতে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি কিভাবে সদ্য জাতের মৃতদেহ এখানে এসে পৌঁছালো, তা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর পাশাপাশি এলাকায় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে রাখার কাজ চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন খালের কাছ একটি সদ্য জাতের দেহ দেখতে পায় এলাকাবাসীরা। এরপর খবর দেয়া হয় থানাতে । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রাজনগরের ডাকবাংলোয় নজরুল ভবনে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভা আয়োজিত হল, উপস্থিত জেলা সভাপতি

বীরভূম ঃ আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনগর ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে এই সভা আয়োজিত হলো। দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পাশাপাশি, সরকারি বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধার কথা সাধারন মানুষের কাছে গিয়ে তুলে ধরার পরামর্শ দেওয়া হয় এই সভায়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি কাজী ফাইজ উদ্দিন, রাজনগর ব্লক সভাপতি সুকুমার সাধু, সহসভাপতি রানা প্রতাপ রায়, ব্লক সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ শরীফ, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি শেখ নাজু, কার্যকরীসভাপতি শেখ কাবুল সহ অন্যান্যরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আইনজীবীর বয়ানে বিমান বিতর্কে নতুন মোড়

নয়া দিল্লি ঃ নিকারাগুয়াগামী বিমান ফ্রান্স থেকে ফিরে এসেছে মুম্বইয়ে। বিমান সংস্থার আইনজীবীর দাবি যাত্রীদের হোটেল বুকিং এবং ফেরার টিকিট ছিল।

রোমানিয়ার লেজেন্ড এয়ারলাইনের বিমানে ৩০৩ জন যাত্রী দুবাই থেকে নিকারাগুয়া যাচ্ছিলেন। ফ্রান্সে বিমানটি তেল ভরার জন্য নেমেছিল। ফ্রান্সের বিমানবন্দরে সে সময় কোনো এক ব্যক্তি ফোন করে জানান, ওই বিমানে মানবপাচার হচ্ছে। এরপরেই ফ্রান্স বিমানটিকে আটকে দেয়। শেষপর্যন্ত বিমানটিকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কারণ, বিমানে অধিকাংশ ভারতীয় যাত্রী ছিলেন। এনিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন পর্যায়ে বিতর্ক চলছে। সোমবার এই বিতর্কে নতুন মোড় এনেছেন বিমান সংস্থার আইনজীবী লিলিয়ানা বাকাওকো।

সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, ওই বিমানের অধিকাংশ যাত্রীর কাছে ফেরার টিকিট ছিল। তাদের কাছে বৈধ হোটেল বুকিংয়ের কাগজও ছিল। ফলে ফ্রান্স যে সন্দেহে বিমানটিকে কার্যত আটক করে রেখেছিল, তা ভিত্তিহীন। মানবপাচারের যে অভিযোগ উঠছে, তাও ভিত্তিহীন।

ফ্রান্সের যে আদালতে বিষয়টি উঠেছিল, সেখানে বলা হয়েছিল, ৩০৩ জন যাত্রীর মধ্যে মাত্র ১২ জনের কাছে ফেরার টিকিট আছে। শুধু তাই নয়, হোটেল বুকিংয়ের কাগজ তাদের কাছে ছিল না। লিলিয়ানার বক্তব্য, ফ্রান্সে তার যে সহকর্মীরা আদালতে গেছিলেন, তারা তাকে জানিয়েছেন যে, অধিকাংশ যাত্রীর কাছে ফেরার টিকিট ছিল। কিন্তু আদালত কেবলমাত্র তিনজন যাত্রীর কথা শুনেছে।

বস্তুত, ওই বিমানের ৩০৩ জন যাত্রীর মধ্যে ২৯৯ জন ভারতীয়। সে কারণেই ফরাসি আদালত বিমানটিকে ভারতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই মতো মুম্বইয়ে এসে পৌঁছেছে বিমানটি।

সংবাদসংস্থা এএফপিকে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ফরাসি বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই বিমানে মানবপাচার করা হচ্ছিল। দুবাই থেকে নিকারাগুয়া হয়ে ওই যাত্রীদের অ্যামেরিকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। ফ্রান্সের বিমানবন্দরে নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে এক ব্যক্তি ফোন করার পর বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়। ফরাসি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেই আদালত পর্যন্ত যায়।

মুম্বই বিমানবন্দরে নামার পর যাত্রীদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যম কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু দৃশ্যত যাত্রীদের পালাতে দেখা যায়। ক্যামেরার সামনে কেউ মুখ খুলতে চাননি। এদিকে ফরাসি আদালতের কাছে আবেদন করে বেশ কিছু যাত্রী ফ্রান্সে থেকে গেছেন। তারা সেখানে অভিবাসনের আবেদন জানিয়েছেন।

সব মিলিয়ে ঠিক কী ঘটেছিল ওই বিমানে, সত্যি মানবপাচার হচ্ছিল কি না, সেই ধোঁয়াশা এখনো কাটেনি। বিমানসংস্থাটি সোমবার নতুন করে বিতর্ক তৈরি করে দিল।

মেসি থেকে ম্যান সিটি, খেলার জগতে ঘটনাবহুল ২০২৩

প্যারিস ঃ ঘটনাবহুল একটি বছর পার করলো ক্রীড়া বিশ্ব। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, রাগবি - সব জনপ্রিয় খেলায় ছিল গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন, ছিল বড় মাপের ঘটনা। এখন ফিরে তাকাবো সেসব ঘটনার কয়েকটার দিকে। এ বছর খেলার জগতে অন্যতম বড় ঘটনা ছিল ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ভারতে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মত অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা জয় করে। অক্টোবর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে ১০টি দেশ মোট ৪৮টি ম্যাচ খেলেছে। ফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়। পুরো টুর্নামেন্টে ভারত ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলার কারণে স্বাগতিক দেশের সমর্থকদের অনেকেই আশা করেছিলেন, নিজেদের মাটিতে শিরোপা জিতবে ভারত। কিন্তু ফাইনালে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া তাদের জয়ের ধারা রুখে দেয়। ভারতের ভিরাট কোহলি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ৭৬৫ রান করে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হন। সর্বাধিক উইকেট নেন ভারতের পেসার মোহাম্মদ সামি। অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আর মারনাস লাবুশেন ভারতের বিরুদ্ধে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ে উল্লাস করছেন। আহমেদাবাদ, ১৯ নভেম্বর, ২০২৩। ফুটবল জগতে একটি বড় ঘটনা ছিল নারী বিশ্বকাপ। গত জুলাই আগস্ট মাসে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড যৌথভাবে এর আয়োজন করে। এই প্রথম ৩২টি দেশের অংশগ্রহণে নারী বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপা জেতে স্পেন। এটাই ছিল স্পেনের নারী দলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ পাঁচটি গোল করে গোল্ডেন বুট জ্বপান জাপানের হিনাটা মিয়াজাওয়া। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে গোল্ডেন বল জেতেন স্পেনের আইতানা বনমাতি। এই বিশ্বকাপে ৮টি দেশ প্রথমবারের মত অংশ নেয়। নতুনদের মধ্যে মরক্কো রাউন্ড অফ সিক্সটিনে উত্তীর্ণ হয়ে অনেকের নজর কাড়েন। ফ্রান্সের কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে

তাদের বিদায় নিতে হয়। চারবারের বিশ্ব চাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্র এই বিশ্বকাপে প্রথমবারের মত সেমি ফাইনালের আগেই বিদায় নেয়। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে তারা সুইডেনের কাছে হেরে যায়। অন্যতম স্বাগতিক দেশ অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী ফ্রান্সকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে পৌঁছে যায়। তবে তারা ইংল্যান্ডের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নেয়। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুই রুবিয়ালে স্পেন টিমের খেলোয়ার জেনি হারমোসোকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খান।

ফাইনালের পর স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুই রুবিয়ালে এমন এক বিতর্কের সৃষ্টি করেন যে, তার জের ধরে তিনি প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং শেষমেশ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফাইনালের পর সব খেলোয়ার যখন মঞ্চে উঠে তাদের মেডাল গ্রহণ করছে, তখন রুবিয়ালে স্পেনের আক্রমণ ভাগের খেলোয়ার জেনি হারমোসোকে ঠোঁটে চুমু খান। সেই দৃশ্য টেলিভিশনে প্রচার হলে বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় ওঠে। চাপের মুখে ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে রুবিয়ালে পদত্যাগ করেন। তার বিরুদ্ধে যৌন আক্রমণের মামলাও হয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২-এ আর্জেন্টিনার শিরোপা জয়ের নায়ক লিওনেল মেসি ২০২৩এর মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। ফ্রান্সের পিএসজি ক্লাব ছেড়ে তার আবার বার্সেলোনায় ফেরত যাবার সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দেয়া হলো, মেসি আসছেন আমেরিকায় ইন্টার মায়ামি ক্লাবের হয়ে খেলতে। ইংল্যাণ্ডের সাবেক অধিনায়ক ডেভিড বেকামের ক্লাব ইন্টার মায়ামি মেসিকে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই দারুণ খুশি। মেসি আসার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লীগ নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ তৈরি হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ইন্টার মায়ামির ফলোয়ারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মেসির খেলা দেখার জন্য চড়া দামে টিকেট কিনেছেন অনেকেই। ইন্টার মায়ামির পক্ষে ম্যাচগুলোতে অধিনায়ক মেসি তার দৃষ্টিনন্দন গোল এবং অ্যাসিস্ট প্রদর্শন করে সমর্থকদের মন জয় করেন। ক্রিসচিয়ানো রোনাল্ডো আল নাসর দলে যোগ দেবার পর ইউরোপের শীর্ষ দলগুলো থেকে বেশ কয়েকজন সৌদি লীগে খেলতে এসেছে। গত বিশ্বকাপে পর্তুগাল এবং নিজের ব্যর্থতার পর রোনালদো ইউরোপের লীগ ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন। তার এই যোগদানের ফলে সৌদি পেশাদার লীগও আন্তর্জাতিক মনোযোগ পায়। এই সুযোগে সৌদি ক্লাবগুলো বিশ্বের আরও কিছু নামীদামী খেলোয়ারকে তাদের লীগে টানার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে করিম বেনজেমা, নেইমার, সাদিও মানে সহ নামী খেলোয়াড়রা সৌদি লীগে নাম লিখিয়েছেন। প্রচারমাধ্যম এবং ফুটবলমোদীরা জনপ্রিয় ইউরোপীয় লীগগুলোর পাশাপাশি সওদী লীগের খেলা দেখতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সৌদি আরব ২০৩০ সালে বিশ্বকাপ আয়োজনে উৎসাহী দেশগুলোর একটি। শুধু ট্রেবল না, বছর শেষে ম্যানচেষ্টার সিটি বিশ্ব ক্লাব কাপও জিতে নেয়। ফাইনাল দেখতে আসা দলের দু'জন সমর্থক। জেদ্দাহ, ২২ ডিসেম্বর। ইংলিশ ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি এক মওসুমে তিনটি শিরোপা জিতে অনেক বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে দেয়। ম্যানেজার পেপ গুয়ার্ডিওলার ম্যান সিটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ, এফএ কাপ এবং চাম্পিয়ান্স লীগ এই তিনটি শিরোপা জয় করে। ম্যান সিটির জন্য এটাই প্রথম চাম্পিয়ান্স লীগ শিরোপা জয়। ফাইনালে তারা ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়। এর আগে শুধুমাত্র একটি ইংলিশ ক্লাব এক মৌসুমে তিনটি শিরোপা, অর্থাৎ 'ট্রেবল' জিতেছিল - ১৯৯৯ সালে সাবেক ম্যানেজার সার অ্যালেক্স ফারগুসনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ফাইনালে উদিনিজের বিপক্ষে নাপোলির প্রয়োজন ছিল একটি ড্র। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়ায় সেটাও অনিশ্চিৎ হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে গোল পরিশোধ করে নাপোলি শিরোপা ঘরে তোলে। তেত্রিশ বছর আগে ১৯৯০ সালে ডিয়েগো ম্যারাডোনার নেতৃত্বে নাপোলি শিরোপা জিতেছিল। তারপর দলটি অনেক চড়াই উত্রাইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে। নেপলস এর মানুষের কাছে ফুটবল একটি বিশাল আবেগের বিষয়। সেখানে এখনও বহু জায়গায় ম্যারাডোনার ছবি শোভা পায়। তিন দশকের বেশি সময় পর লীগ শিরোপা জেতায় সেখানকার মানুষ আনন্দে ফেটে পড়ে। ছত্রিশ বছর বয়সেও সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচ টেনিসে তার আধিপত্য বজায় রাখেন। রোলা গাঁরো'র টেনিস কোর্টে তিনি আবার জিতে নেন ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস শিরোপা। এটি তার রেকর্ড ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম। এই জয়ের ফলে ৩৬ বছর বয়স্ক জোকোভিচ ১৮০০ সালের পর থেকে টেনিসের ইতিহাসে সর্বাধিক সিঙ্গেলস শিরোপাধারী অপর খেলোয়াড় রাফায়েল নাদালের চাইতে এগিয়ে যান। জোকোভিচ একমাত্র খেলোয়াড় যিনি টেনিস অঙ্গনে প্রতিটি বড় টুর্নামেন্টে অন্তত তিনবার শিরোপা জিতেছেন। এর আগে ২০১৬ এবং ২০২১ সালে তিনি ফ্রেঞ্চ ওপেন জেতেন। এছাড়াও তিনি ১০বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ৭বার উইম্বল্ডন, ৩বার ইউএস ওপেন জিতেছেন। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত রাগবি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা রেকর্ড চতুর্থবারের মত শিরোপা জেতে। এতে অংশ নিয়েছিল ২০টি দেশ। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে। এর আগেও একবার ফাইনালে নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছিল। তৃতীয় এবং চতুর্থ অবস্থান জেতে যথাক্রমে ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা। অনূর্ধ্ব১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ১৯৫ রানে হারিয়ে শিরোপা জেতে বাংলাদেশ।

এবার মণিপুর থেকে মুম্বই ন্যায় যাত্রায় রাহুল গান্ধী

কলকাতা ঃ মণিপুর থেকে মুম্বই। লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তর, পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতজুড়ে জনসংযোগ যাত্রায় নামছেন রাহুল গান্ধী।

রাহুল গান্ধীর এই যাত্রা শুরু হবে আগামী ১৪ জানুয়ারি। চলবে ২০ মার্চ পর্যন্ত। এপ্রিলমে থেকে শুরু হয়ে যাবে লোকসভার নির্বাচন। ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে কিছুটা হেঁটে ও বেশিরভাগটা বাসে করে ভারতের প্রায় ছয় হাজার দুইশ কিলোমিটার পথে রাহুল ভারত নয়ায় যাত্রা করবেন। এর আগে তিনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার ভারতজোড়ো যাত্রা করেছিলেন। তাতে ১২টি রাজ্যের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন রাহুল। সেই যাত্রায় জোর ছিল দক্ষিণ ভারত ও কাশ্মীরের উপর। এবারের যাত্রা আরো ব্যাপক। ১৬টি রাজ্যের উপর দিয়ে যাবে এই যাত্রা।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ ও কে সি বেনুগোপাল জানিয়েছেন, বিস্তারিত যাত্রাপথ কয়েকদিন পর জানানো হবে। তবে এই যাত্রা মণিপুর থেকে শুরু হয়ে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আসাম হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাত হয়ে মহারাষ্ট্র ঢুকবে। শেষ হবে মুম্বইতে।

কংগ্রেস নেতা ও সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেছেন, ''রাহুলের এই যাত্রা হলো আর্থিক ন্যায়, সামাজিক ন্যায় ও রাজনৈতিক ন্যায়ের জন্য। এর উদ্দেশ্য হলো গণতন্ত্রকে বাঁচানো, সংবিধানকে বাঁচানো, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব থেকে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা।''

জয়রাম জানিয়েছেন, ''প্রথম যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ভারতজোড়ো। এবার যাত্রা সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায় পান তা নিশ্চিত করা।''

বেনুগোপালের বক্তব্য, ''এর সঙ্গে রাজনীতি বা ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। রাহুল এই যাত্রা ভোটের জন্য করছেন না। ভোটের জন্য আলাদা

কর্মসূচি থাকবে। আর এই যাত্রায় রাহুলের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস সভাপতি খাড়গেসহ বিভিন্ন নেতা থাকবেন। এই যাত্রা হবে মূলত বাসে করে। তবে মাঝেমধ্যেই হাঁটবেন রাহুল'।'

বিজেপি মুখপাত্র নলিন কোহলি এএনআইকে জানিয়েছেন, ''শুধু মুখে ন্যায়ের স্লোগান দিলে কিছু হয় না। ন্যায় তো তখন নিশ্চিত হয়, যখন দেশের ৮০ কোটি মানুষকে মোদী সরকার বিনা পয়সায় রেশন দেয়। ন্যায় তো তখনই পাওয়া যায় যখন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশাসের ফল মানুষ পান, যখন ভারত দশ নম্বর অর্থনীতি থেকে পাঁচ নম্বরে আসে, দেশের মর্যাদা বাড়ে। এটা গরিবি হঠাওয়ের মতো শূন্য স্লোগান নয়, ভারত জোড়ো যাত্রার মতো ব্যর্থ প্রয়াস নয়। ন্যায় মানুষকে দিতে হয়।''

ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মুখপাত্র মনোজ পাণ্ডে পিটিআইকে বলেছেন, ''রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রার বিপুল প্রভাব পড়েছিল। এই ন্যায় যাত্রারও পড়বে। উত্তরপূর্ব, পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই যাত্রা হবে। এর ফলে কংগ্রেস তো বটেই সামগ্রিকভাবে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি উপকৃত হবে।'' একসময় লালকৃষ্ণ আডবাণীর রথযাত্রার প্রধান আয়োজক হিসাবে থাকতেন গোবিন্দাচার্য। তিনি বলতেন, এই যাত্রার সবচেয়ে বড় লাভ হয়, সাধারণ মানুষ দলের নেতাদের সামনে থেকে দেখতে পানা। তাদের কথা শুনতে পান। এর ফলে জনমত গড়ে ওঠে।

প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত রায়চৌধুরী ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''এই ধরনের যাত্রার দুইটি খুব ভালো দিক আছে। প্রথমটি অবশ্যই যে জায়গা দিয়ে যাত্রা যাবে, সেখানকার ও আশপাশের মানুষদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। এই জনসংযোগের পাশাপাশি দ্বিতীয় লাভ হলো, দলের কর্মীরা এর ফলে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এমনিতে হাইকম্যান্ড বা রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগে ঘাটতি থাকে। এই ধরনের যাত্রা কর্মী ও নেতাকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। তার প্রভাব আমরা কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনে দেখেছি। ভারত জোড়ো যাত্রার প্রভাব সেখানে পড়েছে।''

জয়ন্তর মতে, ''গান্ধীজি এইভাবে জনসংযোগ করতেন। সুভাষচন্দ্র মূলত ট্রেনে যাতায়াত করতেন। যাত্রাপথে বা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশতেন। স্বাধীনতার পর নেহরু মূলত জনসভার মাধ্যমে এই জনসংযোগ করেন। তবে গান্ধীজি ও সুভাষ বোসের জনসংযোগ ছিল অতুলনীয়।''

সাংবাদিক মিলন দত্ত জানিয়েছেন, ''এই ধরনের যাত্রা একজন রাজনীতিককে পরিণত করে। এতে ভোটে খুব বেশি সুবিধা হয়ত হয় না। কিন্তু একজন রাজনীতিকের জন্য এই যাত্রা খুবই জরুরি বলে আমার মনে হয়।''

পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে মৃত আট

পর্থ ঃ ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি হলো। বৃষ্টি এখনো পড়ছে। বুধবার তা কমবে বলে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে।

ভিক্টোরিয়া, কুইন্সল্যান্ড, নিউ সাউথ ওয়েলসে ভয়ংকর ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। অনেক বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা পড়েছে। কুইন্সল্যান্ডে ৯০ হাজার মানুষের কাছে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করতে কয়েকদিন লেগে যাবে বলে জানানো হয়েছে। কুইন্সল্যান্ডের কাছে গ্রিন আইল্যান্ডে নৌকা ডুবে তিনজন মারা গেছেন। নৌকায় ১১ জন ছিলেন। তারা মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। আটজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাদের জীবনের আশঙ্কা নেই।

কুইন্সল্যান্ডে বন্যার জলে ভেসে গিয়ে মারা গেছেন এক নারী ও একটি নয় বছরের মেয়ে। গাছ পড়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্যাম্পগ্রাউন্ডে একজন নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল, বৃষ্টির ফলে নদী ও নালার জল হঠাৎ বেড়ে গিয়ে আশপাশের এলাকা ভাসাতে পারে। ছুটির সময় অনেকেই এখানে ক্যাম্পিং করেন।

কুইন্সল্যান্ডের জরুরি পরিষেবার ডেপুটি কমিশনার কেভিন ওয়ালশ জানিয়েছেন, তাদের দপ্তরের কর্মীরা সব জায়গা ঘুরে দেখছেন। মানুষকে সতর্ক করছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখন অনেক দেশেই আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা দেখা যাচ্ছে। প্রবল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে অনেক দেশেই।

বুধবার থেকে বৃষ্টি কমবে বলে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে। তবে ভিক্টোরিয়াতে এখনো বন্যা সতর্কতা জারি আছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পূর্ব তটভূমিতে এখনো ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা আছে। অন্যত্র বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে।

ডিসেম্বরের গোড়ায় ঘূর্ণিঝড় জেসপারের প্রকোপে কুইন্সল্যান্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

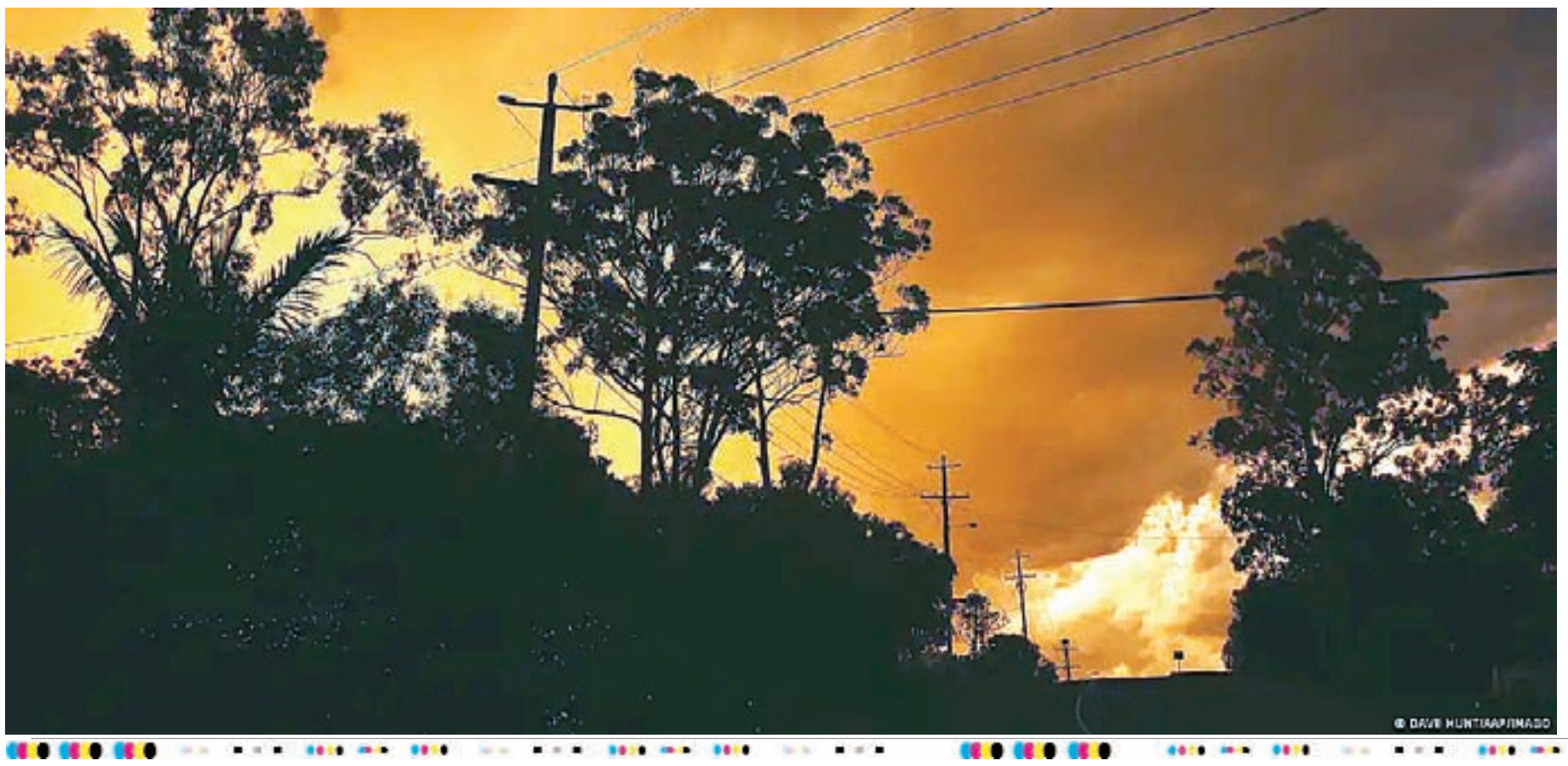

সম্পাদকীয়

চীনের অর্থনৈতিক ইঞ্জিনের জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে

এ মাসের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক রেটিং এজেন্সি মুডিস চীনের সার্বভৌম ক্রেডিট রেটিংকে ঋণাত্মক হিসেবে দেখিয়েছে। এর মাধ্যমে চীনের সম্পদ ঘাটতি গভীরতর হওয়া এবং প্রবৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি মন্দার ঝুঁকি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মুডিস ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, চীনের বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে ৪ শতাংশ কমে যাবে। পরবর্তী এক দশকে প্রবৃদ্ধি গড়ে ৩.৮ শতাংশ কমবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৩.৫ শতাংশ পাবে। চীনের এই মন্দার একটি প্রধান কারণ 'দুর্বল জনসংখ্যা'। চীনের চতুর্দশতম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক পাঁচসালা পরিকল্পনা ঠিক করতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ২০২০ সালের ২৪ আগস্ট সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছিলেন। সেই সিম্পোজিয়ামে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রধান অর্থনীতিবিদ জাস্টিন ইফু লিনসহ বহু অর্থনীতিবিদ হাজির হয়েছিলেন। সেখানকার আলোচনার ভিত্তিতে সি চিন পিং সেখানে ঘোষণা করেছিলেন, আগামী ১৬ বছরে চীনের মাথাপিছু জিডিপি দ্বিগুণ করা 'সম্পূর্ণভাবে সম্ভব'। লিন এই আশাবাদী পূর্বাভাসের পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। ২০১৯ সালে চীনের মাথাপিছু জিডিপি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্তরের মাত্র ২২ দশমিক ৬ শতাংশ (জনগণের ক্রয়ক্ষমতা-সংক্রান্ত সমতার ভিত্তিতে করা হিসাব অনুযায়ী)।

১৯৪৬ সালে জার্মানি, ১৯৫৬ সালে জাপান এবং ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া একই স্তরে ছিল এবং তাদের অর্থনীতি পরবর্তী ১৬ বছরে গড়ে যথাক্রমে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ, ৯ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। লিন তাঁর আলোচনার উপসংহার টেনেছিলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি পড়ে যাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রযুক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরও ২০১৯-২০৩৫ সময়কালের বার্ষিক সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ এবং ২০৩৬-২০৫০ সময়কালের বার্ষিক সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ অর্জন ধরা হয়েছে, যা খুব সহজেই প্রকৃত বার্ষিক প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৪ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। এই পূর্বাভাস অনুসারে, চীনের জিডিপি ২০৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০৪৯ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণ হবে। তত দিনে চীনা নাগরিকদের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের চার গুণে গিয়ে দাঁড়াবে। লিন তারও বেশ আগে আরও বেশি আশাবাদ মেশানো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২০৩০ সাল নাগাদ চীনের অর্থনীতি আমেরিকার অর্থনীতির দেড় থেকে দুই গুণ বড় হবে এবং চীনের জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পাঁচ গুণ হবে। ২০০৮ সালে তিনি সম্ভবত আরও 'নির্বোধ' ছিলেন। সে সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি আমেরিকার অর্থনীতির আড়াই গুণ হবে। ২০১১ সালে আবার তিনি আগের অবস্থানে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন, চীনের অর্থনীতি ২০৩০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণ হবে। এরপর ২০১৪ সালে তিনি তাঁর ২০০৫ সালের পূর্বাভাসে ফিরে গিয়ে বলেন, এই সময়কালে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের দেড় থেকে দুই গুণ বড় হবে। বছরের পর বছর ধরে চীনের নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং শাসনের মডেলের এক ধরনের প্রমাণ হিসেবে লিনের দেওয়া এসব পূর্বাভাসকে গ্রহণ করে এসেছেন। লিনের এসব ভবিষ্যদ্বাণী চীনা নেতাদের কাছে যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, সেগুলো চরমভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে জনসংখ্যাগত ধারণা থেকে লিন যে অগ্রগতির কথা বলেছিলেন, তা একেবারেই ভুল। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চীনের মাঝ বয়সী এবং ৬৪ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যার উচ্চ অনুপাত প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক নির্দেশ করছে। চীনের বুড়িয়ে যাওয়া নাগরিকের সংখ্যাধিক্য বলে দিচ্ছে লিন যে তিনটি দেশের (জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে চীনের অর্থনীতির তুলনা করেছিলেন, তাদের সবগুলোর চেয়ে চীন অনেক বেশি খারাপ করছে। জার্মানির মাথাপিছু জিডিপি যখন যুক্তরাষ্ট্রের ২২ দশমিক ৬ শতাংশের সমান ছিল, তখন জার্মানির নাগরিকদের গড় বয়স ছিল ৩৪ বছর। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার গড় বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। পরবর্তী ১৬ বছরের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির পর তিনটি দেশে গড় বয়স দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৫, ৩০ ও ৩২ বছর। সে তুলনায় ২০১৯ সালে চীনের গড় বয়স ছিল ৪১ এবং ২০৩৫ সালে তা ৪৯ বছরে দাঁড়াবে। একইভাবে, ১৬ বছরের সময়কালের শুরুতে (যেন যেমনটি উল্লেখ করেছিলেন) জার্মানি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬৪ বছরের বেশি বয়সী লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮ শতাংশ, ৫ শতাংশ ও ৪ শতাংশ যা ১৬ বছর শেষে যথাক্রমে ১২ শতাংশ, ৭ শতাংশ ও ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সেই তুলনায় চীনে ২০১৯ সালে ৬৪ বছরের বেশি মানুষের সংখ্যা ছিল ১৩ শতাংশ আর ২০৩৫ সালে এই সংখ্যা ২৫ শতাংশে পৌঁছাবে।

গাজা যুদ্ধ যেভাবে ইসরায়েলকে অর্থনৈতিক চাপে ফেলে দিল

যুক্তরাষ্ট্রের জরুরি সহায়তায় হয়তো সাময়িক স্বস্তি মিলবে ইসরায়েলের। তবে গাজা যুদ্ধের কারণে তাদের যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে এবং এ ক্ষতি আরও বাড়বে।

যেকোনো যুদ্ধের ব্যয় নিরূপিত হয় মানুষের জান ও মালের ক্ষতির ওপর। যুদ্ধরত দেশের অর্থনীতির ওপর এ যুদ্ধের প্রভাব কী, তার হিসাবনিকাশ হয় পড়ে। গাজায় গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণার পর দেশটির বিভিন্ন খাত ক্ষতিতে পড়েছে। ইসরায়েল যদি তার সামরিক অভিযান দীর্ঘায়িত করে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থনীতিও নেতিবাচক ফল ভোগ করবে, অধিকৃত ফিলিস্তিনের কথা না হয় বাদই দিলাম। অর্থনীতির আকার, মাথাপিছু আয় ও অন্যান্য জরুরি বিষয় বিবেচনায় ইসরায়েলের অর্থনীতি অনেক অগ্রসর বলে বিবেচিত। ২০২২ সালে ইসরায়েলের মোট দেশজ উৎপাদন ছিল ৫২২ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থনীতি মিসর, ইরান, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়ার চেয়ে বেশি। যদিও এই দেশগুলোয় জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে।

ওয়ালিদ আবু হেলাল
প্রাবন্ধিক

ইসরায়েলের জনপ্রতি দেশজ উৎপাদন ৫৫ হাজার ডলার। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো উন্নত দেশগুলোও জনপ্রতি দেশজ উৎপাদনে ইসরায়েলের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এ ছাড়া তেলসমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়েও ইসরায়েল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ।

ইসরায়েলের অর্থনীতিতে বড় উল্লম্ফন ঘটে গত দুই দশকে । চীন ছাড়া দ্রুত বাড়তে থাকা অর্থনীতিগুলোর মধ্যে ইসরায়েলি অর্থনীতির অবস্থান প্রথম বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এমনকি ২০০০-২২ সাল মেয়াদে ইসরায়েলি অর্থনীতি, মার্কিন, ইউরোজোন ও জাপানের অর্থনীতির চেয়ে দ্রুত এগিয়েছে। গত ২২ বছরে ইসরায়েলের অর্থনীতির আকার তিন গুণ পর্যন্ত বেড়েছে।

এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ প্রযুক্তি খাতে ইসরায়েলের ব্যাপক অগ্রগতি। সিলিকন ভ্যালির পর প্রযুক্তিতে ইসরায়েলই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল। ইসরায়েলের প্রযুক্তি খাত দেশটির উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে এবং মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশই আসছে এ খাত থেকে। সন্দেহ নেই, যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে এ খাতেই।

ইসরায়েলের এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় আছে। প্রত্যক্ষ ব্যয়ের একটি হলো যুদ্ধের কারণে প্রতিদিনকার ব্যয়। এ ব্যয় মেটাতে ইসরায়েল অতি উচ্চ সুদে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ চেয়েছে।

যুদ্ধের প্রতিদিনকার ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, গুলি, বোমা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য রসদ, রিজার্ভ ফোর্সের বেতন-ভাতা (যাঁরা গাজায় যুদ্ধ করার জন্য চাকরি ছেড়ে এসেছেন) ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও উড়োজাহাজের ক্ষতি, অবচয়, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ইত্যাদি।

যুদ্ধের পরোক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন শিল্প, প্রযুক্তি, পর্যটন ও শ্রমবাজারের ওপর। বৈশ্বিকভাবে প্রতিবছর ইসরায়েল ৮০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের হাইটেক সামগ্রী রপ্তানি করত। এ যুদ্ধ নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

একটা উদাহরণ দিই, ইসরায়েলি

সেনাবাহিনী সাড়ে তিন লাখ রিজার্ভ সেনাকে গাজা যুদ্ধে অংশে নিতে ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁদের বড় অংশই প্রযুক্তি খাতের কর্মী। তাঁরা এখন তাঁদের নিয়মিত কাজের বাইরে আছেন। অনেক কর্মী ও প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ফলে প্রযুক্তি খাতে কর্মরত এই ব্যক্তিরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছেন না।

জরুরি মার্কিন সহায়তা হয়তো ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর এ চাপকে কিছুটা শিথিল করবে। কিন্তু অর্থনীতির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেষ কথা হলো, অর্থনীতির বিকাশের জন্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা দুইই প্রয়োজন। এ ক্ষতির বাইরে আরও একটা বড় ক্ষতি হয়েছে গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ, প্রাণী ও অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার সুনাম খুইয়েছে।

মাইক্রোসফট, আইবিএম, ইনটেল, গুগলসহ প্রায় ৫০০ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলের টেক-সেক্টরে বিনিয়োগ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ইসরায়েলে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে কি না, সেটি পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

মাইক্রোসফট ইসরায়েল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মুখ্য বিজ্ঞানী টোমার সিমন সম্প্রতি তাঁর এ উদ্বেগের কথা ইসরায়েলি নিরাপত্তা উপদেষ্টা তাজি হানেগবিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। সিমন বলেন, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিকাশ নির্ভর করছে ইতিবাচক পরিবেশের ওপর। প্রযুক্তি খাতে একটি চাকরির বিপরীতে পাঁচজনের সম্পূরক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলের শুধু কমলা উৎপাদনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হওয়া উচিত হবে না।

সিলিকন ভ্যালি জায়ান্ট ইনটেল প্রথম ১৯৭৪ সালে ইসরায়েলে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। গত জুলাইতে তারা চিপ ও সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ইসরায়েলি কারখানার সঙ্গে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি করেছিল। অস্থিতিশীলতার দরুন এ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। ইনটেল এখনো এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত আছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে চিপ উৎপাদন কমেছে কি না, সে সম্পর্কেও জানায়নি তারা।

সমরাস্ত্রশিল্প বৃহৎ একটি রপ্তানি খাত। এ মুহূর্তে এসব কারখানায় যা কিছু তৈরি হচ্ছে, তার সবটাই চলে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সমরাস্ত্র রপ্তানিতে তারা বড় ধাক্কা খেতে পারে।

তীর্থস্থান হওয়ায় প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী খ্রিষ্টীয় ছুটির সময় জেরুজালেমে ভ্রমণে আসেন। ওল্ড সিটি অব জেরুজালেম এখন প্রায় জনশূন্য। বণিকদের কোনো আনাগোনা নেই, কেনাবেচাও নেই। শত শত পর্যটক তাঁদের রিজার্ভেশন বাতিল করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে।

অতিমারির সময় যখন সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, ইসরায়েলের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল। এল আল ছাড়া অন্য কোনো এয়ারলাইনস বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ওঠানামা করছে না। এ খাতে যেমন ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা আছে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা, কর ও অন্যান্য আয়ের পথ রুদ্ধ হতে পারে।

৭ অক্টোবরের পর ১ লাখ ২০ হাজার ফিলিস্তিনি কাজ হারিয়েছেন। এই শূন্যতা পূরণে এখন বাইরে থেকে জনশক্তি আমদানি করতে হবে। আগেই ইসরায়েল বলেছে, ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের জায়গায় ভারতীয়দের নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ ইসরায়েলকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, তাঁদের বাসস্থান ও বিমানভাড়ার ব্যবস্থাও করতে হবে তাদের।

ইসরায়েল বোমা বর্ষণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে অর্থ বরাদ্দের দাবি তুলতে থাকে। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য ১০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলার যাওয়ার কথা ইসরায়েলে।

বিনিয়োগকারীরা এখন এমন কোনো দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন কি না, যে দেশ গত ১৭ বছরে ছয়টি যুদ্ধে জড়িয়েছে, তা নিয়ে সংশয় আছে।

মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদন ছাড়ের আলোচনায় তীব্র বিতর্ক হয়। কারণ, রিপাবলিকানরা অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধের শর্ত জুড়েছিল অনুদানের সঙ্গে। ডেমোক্র্যাটদের ছোট একটি দল এবং স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যানডার্স এ অনুদানের সঙ্গে গাজায় প্রাণহানি কমানো ও আরও বেশি পরিমাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের কথা তোলেন। শর্তগুলোর কোনোটিই গ্রাহ্য করা হয়নি।

যুদ্ধের শুরুর দিকে ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় ধারণা করেছিল, এ যুদ্ধের খরচ হবে ৫০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু যুদ্ধ যত এগিয়েছে, খরচের আশঙ্কাও তত বাড়ছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এ খরচ ৪০০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে।

জরুরি মার্কিন সহায়তা হয়তো ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর এ চাপকে কিছুটা শিথিল করবে। কিন্তু অর্থনীতির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেষ কথা হলো, অর্থনীতির বিকাশের জন্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা দুইই প্রয়োজন। এ ক্ষতির বাইরে আরও একটা বড় ক্ষতি হয়েছে গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ, প্রাণী ও অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার সুনাম খুইয়েছে।

সাময়িকী

আধুনিক ভারতের ক্ষমাহীন ইতিহাস

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান
প্রাবন্ধিক

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষমতা জনকল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের দাম্ভিকতা, ক্ষমতালিপ্সা, একনায়কত্ব, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে জনকল্যাণের পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ক্ষমতায় থাকাকালে আত্মপ্রচার ও স্তাবকদের ডামাডোলে রাজনীতিবিদদের অপকর্ম ক্ষণিকের জন্য আড়াল হলেও ক্ষমাহীন ইতিহাস তা বিলম্বে হলেও জনসমক্ষে তুলে ধরে। এই কথাগুলো মনে হলো সম্প্রতি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অশোকা মোদির লেখা ইন্ডিয়া ইজ ব্রোকেন ঃআ পিপল বিট্রেয়েড, ১৯৪৭ টু টুডে (ভারত ভেঙে পড়েছে ঃএক জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস, ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত) বইটি পড়ে। বইটির ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে জাগারনাট বুকস।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অশোকা এবং আমি দুজন একই সময়ে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করেছি। অশোকা মোদি কোনো হালকা ওজনের বা দলকানা বুদ্ধিজীবী নয়। ভারতের আইআইটি মাদ্রাজের কারিগরি বিষয়ে স্নাতক অশোকা বেল ল্যাব, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের চাকরি শেষে এখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর।

বইটি পড়ে বাংলাদেশের প্রকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আবার অনুভব করেছি। আমাদের প্রজন্মের দলকানা ও স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে এ ধরনের নির্মোহ, তথ্যভিত্তিক বই আশা করা বাতুলতামাত্র। তবে আশা করব যে আগামী প্রজন্ম অত্যন্ত জরুরি এই কাজ করতে এগিয়ে আসবে। বইটির ভূমিকায় অশোকা বইটি লেখার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছে এভাবে, 'আমি ভারতে জন্মেছি ও বড় হয়েছি। কিন্তু প্রায় চার দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও কাজ করছি। বেশ কয়েক বছর আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করি।

সে সময় আমার বেদনাসিক্ত ও আবেগাপ্লুত মনের অবস্থা জানিয়ে আমার বাবাকে ফোন করলে তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেন, তুমি সব সময়ই হৃদয়ে ভারতীয়ই থাকবে। বইয়ের পরবর্তী পাতাগুলোতে পাঠক সেই হৃদয়ে ভারতীয়কেই শুনতে পাবে।' বইয়ের শিরোনাম 'ভারত ভেঙে পড়েছে' বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বইয়ের শুরুতেই। 'ভারতে ২০২০ সালে হিন্দু-মুসলিম বিভক্তি, লজ্জাজনক আর্থিক বৈষম্য, শহরের দুস্থদের গ্রামে প্রত্যাবর্তন, মুম্বাইয়ের জনাকীর্ণ ধারাবি বস্তির সাত মাইল দূরে মুকেশ আম্বানির বিলাসবহুল ২৭ তলা অট্টালিকা প্রমাণ করে, গত দশকগুলোতে উন্নয়ন সত্ত্বেও লাখোকোটি মানুষের জন্য ভারত ভেঙে পড়েছে', অশোকা তার বইতে এর কারণ ব্যাখ্যা করেছে। ভূমিকার পর বইয়ের শুরু হয়েছে আগস্ট ১৯৪৭-এ জওহরলাল নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে, যাতে নেহরু বিজয়ী হয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। প্যাটেল নেহরুর মন্ত্রিসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। গান্ধীর ভাষায়, নেহরু ছিলেন চিন্তাবিদ এবং প্যাটেল ছিলেন কর্মযোগী।

নেহরু ছিলেন নিখাদ গণতন্ত্রী। ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট-শাসিত কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার কথা উঠলে তিনি বলেন, 'আমি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো সরকার পতনের ইচ্ছা, আশা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি না।' দ্য হিন্দুর সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি তাদের কীভাবে হটাব? তুমি কী বোঝাতে চাইছ? তাদের জনগণ নির্বাচিত করেছেন।' কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি করার কথা উঠলে তিনি বিড়বিড় করে বলেন, তিনি কোনোক্রমেই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করাকে উৎসাহিত করতে চান না।

গণতন্ত্রী নেহরু অর্থনীতি পরিচালনায় ছিলেন নিদারুণভাবে ব্যর্থ। তাঁর সমাজতন্ত্রের বুলি ছিল ভুয়া। বৃহৎ শিল্প ও পরিকল্পনানির্ভরতা ভারতের উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভূমি সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন ও বেকারত্ব সমস্যার সমাধান হয় উপেক্ষিত।

এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতার ফলে ভারতকে বারবার আইএমএফের দ্বারস্থ হতে হয়। অশোকার বইয়ের সবচেয়ে ভালো দিক হলো, যাঁর যা প্রাপ্য, তাঁকে তা বুঝিয়ে দিয়ে সে ইতিহাসের দায় মিটিয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই তা করেছে দলিল ও উপাত্ত দিয়ে।

নেহরুর বিপরীত ছিলেন তাঁর কন্যা ইন্দিরা। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক। তিনি জরুরি অবস্থা, নিবর্তনমূলক আইন মিসা প্রবর্তন, আদালতের এখতিয়ার সীমিত ও সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ চালু করেছিলেন। উল্লেখ্য, মিসা পরবর্তী সময়ে 'মেইনটেন্যান্স অব ইন্দিরা অ্যান্ড সঞ্জয় অ্যাক্ট' নামে পরিচিত হয়। পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর দুর্নীতিতে তিনি আশকারা দিয়েছিলেন।তাঁকে অর্থ সরবরাহের জন্য ব্যাংক জাতীয়করণ করেছিলেন। তিনি রাজনীতিতে কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দিরার সময়েই ধিরুভাই আম্বানির উত্থান ঘটে। তাঁর উত্থানে সহযোগিতা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। প্রণবের আনুকূল্যে সরকারের নীতি নির্ধারণে ধিরুভাই একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন।

ইন্দিরার একনায়কত্বের উদাহরণ আছে বইয়ে। ১৯৭১ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ইস্যু কী, জানতে চাইলে ইন্দিরা নিউজউইক-এর সাংবাদিককে বলেন, 'আমিই নির্বাচনের ইস্যু।' প্রতিপক্ষ জনসংঘ নেতা অটল বিহারি বাজপেয়ীর বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে। তিনি বলেছিলেন, 'বিরোধী দল সারা দেশে ২ হাজার ৭০০ প্রার্থী দিলেও কংগ্রেস প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় মিসেস গান্ধীকে নিয়ে নির্বাচন করেছে।' বইটিতে ইন্দিরার শাসন আমল পড়তে গিয়ে মনে হয়, ভিডিও ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করছি।

ইন্দিরার পর রাজীব গান্ধী 'মিস্টার ক্লিন' ইমেজ নিয়ে আবির্ভূত হন। বই থেকে জানা যায়, তিনি পাইলট হিসেবে বিমানে নিজেকে গান্ধী নন, বরং ক্যাপ্টেন রাজীব হিসেবে ঘোষণা দিতেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাঁর সময় ছড়িয়ে পড়ে। বাবরি মসজিদে হিন্দু উগ্রবাদীদের প্রবেশে তাঁর সায় ছিল বলে জানা যায়। হিন্দুত্বের প্রবর্তক সাভারকারের অনুসারীরা তাঁর সময় সক্রিয় হয়। (উল্লেখ্য, সাভারকার বলেছিলেন, হিন্দুত্বের সঙ্গে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই।) প্রথমে কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার করলেও পরে রাজীব বোফর্স কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন।

জানা অজানা

স্বামী বিবেকানন্দের কথা কে না বুঝে দয়া করে অর্থের অনর্থ করবেন না কেউ

সুনীল কুমার দে

ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়া তে স্বামী বিবেকানন্দের ,গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো এই কথা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠেছে।আরোপ দোষারোপ ও ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়েছে।প্রথমেই বলি স্বামী বিবেকানন্দ কে বোঝা ওতো সহজ নয়।তাঁর কথা ও বাণী কে বোঝা আরো কঠিন।স্বামীজীর কথা কে বুঝতে হলে প্রচুর জ্ঞান দরকার।স্বামীজী একদা কোনো কারণে বা পরিস্থিতেতে যুবকদের উদ্দশ্যে বলেছিলেন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো।কিন্তু কথাটা এখানেই শেষ নয়।তিনি আরো বলেছিলেন, গীতায় কর্ম যোগের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কর্ম করতে বলা হয়েছে।আর কর্ম আমরা কখন করতে পারবো যখন আমাদের শরীর ঠিক থাকবে ও সুস্থ থাকবে।তাই স্বামীজী বললেন আগে শরীর সুস্থ ও সবল কর ফুটবল খেলে তাহলে গীতা আরো ভালো করে বুঝতে পারবে।সুতরাং স্বামীজী তো কোনো খারাপ বলেন নি ও গীতার বিরোধিতা করেন নি।সুতরাং স্বামীজীর পুরো কথাটা না পড়ে এতো হই চই কেন,এতো রাজনীতি কেন।

এই পৃথিবীতে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না

সুনীল কুমার দে

এই পৃথিবীতে অনেক জাত,ধর্ম,ভাষা,সম্প্রদায় আছে ও অনেক ধরণের মানুষ আছে কিন্তু আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না।হিন্দু মুসলমান কে,মুসলমান হিন্দু কে,হিন্দু খ্রিস্টান কে ক্রিস্টান হিন্দু কে,মুসলমান ক্রিস্টান কে,ক্রিস্টান মুসলমান কে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না।শুধু কি তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় কে,ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কে,শূদ্র বৈশ্য কে বৈশ্য শূদ্র কে,ব্রাহ্মণ শূদ্র কে শূদ্র ব্রাহ্মণ কে কেউ কাউ কে আমরা সহ্য করতে পারি না।ওদিকে আবার বৈষ্ণব শাক্ত কে,শাক্ত বৈষ্ণব কে,শৈব ও শাক্ত বৈষ্ণব কে,নিরাকার বাদী সাকার বাদী কে সাকার বাদী নিরাকার বাদী কে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারিনা।একজন ডাক্তার আর একজন ডাক্তার কে,একজন মাস্টার আর একজন মাস্টার কে,একজন ইঞ্জিনিয়ার আর একজন ইঞ্জিনিয়ার কে,একজন উকিল আর আর একজন উকিল কে,একজন নেতা আর একজন নেতা কে,একজন গায়ক আর একজন গায়ক কে,একজন নায়ক আর একজন নায়ক কে,একজন ভক্ত আর একজন ভক্ত কে,একজন সাধু আর একজন সাধু কে আমরা সহ্য করতে পারি না।আমাদের প্রত্যেকের ধারণা আমিই কেবল পৃথিবীতে বেঁচে থাকি,আমার ধর্ম ও জাত ও আমার সমাজ বেঁচে থাক,আমার ভাব ও বিচারের প্রচার হউক এই মনোভাব আমাদের সবার।আর এই আমার ও আমিত্ব নিয়ে যত ঝগড়া ঝাটি, মারপিট, অশান্তি, রক্তপাত, দলাদলি,হিংসা,ঘৃণা।মা সারদা তাই বলেছেন, সহ্য গুনের থেকে বড় গুন নেই,যে সয় সে রয়।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,যে সমন্বয় করেছে সেই ধন্য অর্থাৎ যে সব কিছু কে মানিয়ে নিতে পারে ও সহ্য করতে পারে সেই ধন্য।অর্থাৎ ভগবানের এই সৃষ্টি বৈচিত্র ময়। এই সৃষ্টি তে তাই ভিন্নতা ও বিবিধতা থাকবেই।সব কিছু এক ও সমান হতে পারে না।এই পৃথিবী একটি রঙ্গ মঞ্চ তাই এই নাটকে রাজা থাকবে ফকির ও থাকবে,ধনী থাকবে দরিদ্র ও থাকবে,ভালো থাকবে মন্দ ও থাকবে,পুন্য থাকবে পাপ ও থাকবে।সব কিছু মিলিয়ে সৃষ্টি।তাই আমাদের সব কিছু মেনে নিতে হবে ও মানিয়ে চলতে হবে।এক অপর কে সহ্য করতে হবে।সবার মুলে ভালোবাসা। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,এই ভালোবাসাই হলো প্রথম কথা ও ভালোবাসাই হলো শেষ কথা।আর এক অপরকে তখনই ভালোবাসতে ও সহ্য করতে পারবো যখন মনে করবো আমরা সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান,আমাদের সবার মধ্যে ঈশ্বর আছেন।আমরা কেউ ছোট নই কেউ বড় নই।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা ১০ টি দল লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না বলে ঘোষণা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার

বুধবার ধুবড়ি জেলার চাপরে আয়োজিত বিরোধীদের বৈঠক ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের জোট বিরোধী ঐক্য মঞ্চ নিয়ে শাসক পক্ষ অহরহ মন্তব্য করে চলেছে। এমনকি বিরোধী শিবিরে থাকা বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ ও একইভাবে এই ১৫ টি দলের বিরোধি ঐক্য মঞ্চের সমালোচনায় মুখর হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলোকে ক্লাবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবার এই মন্তব্যে কিছুটা ইন্ধন যোগালেন স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেছেন মঞ্চে থাকা ১৫ টি দলের মধ্যে শুধুমাত্র ৫ টি দল লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাকি ১০ টি দল সরাসরি এই নির্বাচনে যোগ দেবে না। তাছাড়া বুধবার ধুবড়ি জেলার চাপরে আযোজিত বিরোধীদের বৈঠক ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় স্তরে বিরোধী পক্ষের মাধ্যমে ইন্ডিয়া মিত্র জোট গঠন করা হয়েছে। মূলত প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ইন্ডিয়া মিত্র জোট গঠন করেছে বিরোধী পক্ষ। সেই আদলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যে গঠন করা হয়েছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। তবে এই মঞ্চ থেকে বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফকে দূরে রাখা হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হওয়ার পর থেকেই শাসক পক্ষ বিজেপির তরফে এক্ষেত্রে নানা সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছেন মন্ত্রী বিধায়করা। তবে শুধুমাত্র বিজেপি নয় বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সরব ছিলেন এআইইউডিএফ এর নেতারা। শাসক পক্ষ বিজেপি এবং বিরোধী শিবিরে থাকা এআইইউডিএফ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঐক্য মঞ্চের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে রয়েছে। তাদের যুক্তি বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা অধিকাংশ দলগুলোর নাম কেউ শুনেননি। একইভাবে দল গুলোর সভাপতি এর দায়িত্বে কে রয়েছেন সেটাও প্রত্যেকের অজ্ঞাত। ফলে এই মঞ্চে থাকা দলগুলো ক্লাবের সমান বলেও সমালোচনা করা হয়েছে।

বুধবার ধুবড়ি জেলার চাপরে আযোজিত হতে চলেছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। তবে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রকৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ থেকে কংগ্রেস সহ শুধুমাত্র বাকি চারটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই দলগুলোর মধ্যে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, অসম জাতীয় পরিষদ এবং সিপিআইএম। কিন্তু মঞ্চের বাকি ১০ টি দল নির্বাচনের অংশগ্রহণ করবে না। অর্থাৎ রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ এবং রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া নেতৃত্বাধীন দলের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা এক প্রকারে নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাছাড়া এই দশটি দলের লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ নেই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে ১৫ টি দল থাকলেও এর মধ্যে ১০ টি দল লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তবে তাদের সুযোগ দিলে তারা অবশ্যই সেটা লুফে নেবে। এটা অবশ্য সম্ভব নয় ১৫ টি দলকে একটি করে লোকসভা কেন্দ্র বিতরণ করা। তাছাড়া কংগ্রেস রাজ্যে একবার সীমিত সংখ্যক আসনে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের থেকে এই দলগুলো লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে না। এবার বাকি থাকা চারটি দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, অসম জাতীয় পরিষদ এবং সিপিআইএম দিল্লির সঙ্গে কথা বলবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলোর সঙ্গে আসন বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ইতিমধ্যে একটি সূত্র বের করে নিয়েছে। এই সূত্র অনুসারে রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আলোচনা করবে। কিন্তু এরই মধ্যে সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দল এবং রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া নেতৃত্বাধীন দল লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না বলে ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে জাতীয় দল গুলো অর্থাৎ আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, সি পি আই, সিপিআইএম ইত্যাদি দলগুলো সর্বভারতীয় স্তরে থাকা তাদের জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করবে। এরপরই রাজ্যে আসন বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তবে এবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বুধবার ধুবড়ি জেলার চাপরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বৈঠকে আসন বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য পর্যায়ে রণকৌশল নির্ধারণ করার জন্য এই বৈঠককে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী ঐক্য মঞ্চ লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিরোধী পক্ষের নির্ধারিত বৈঠক আযোজনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

প্রতি ইউনিট বাবদ ১.২৯ টাকা বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির খবর ভুয়া ঃ স্পষ্টিকরণ এপিডিসিএল এর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ হঠাৎ করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধ হতে চলেছে বলে সারা রাজ্য জুড়ে প্রচার শুরু হয়েছিল। যেটা প্রকৃত অর্থে রাজ্যবাসীর জন্য এক চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। মূলত লোকসানের অজুহাতে এপিডিসিএল বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করতে চাইছে বলে খবর প্রচারিত হয়েছে। এপিডিসিএল প্রতি ইউনিট বাবদ ১.২৯ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছে বলেও খবর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এটাকে সম্পূর্ণ ভুয়া বলে জানিয়ে দিয়েছে এপিডিসিএল।

প্রসঙ্গত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্তে এপিডিসিএল এর প্রস্তাব দিয়েছে এটা জানার পরেই সারা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এই খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পরেই বিভিন্ন দল সংগঠন বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা জানায়। এমনকি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ এপিডিসিএল এর প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছিল। তাছাড়া সমাজের বিভিন্ন মহলে এক্ষেত্রে এক প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ পায়।

অবশেষে এক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করেছে এপিডিসিএল। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তা প্রেরণ করে এপিডিসিএল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়া। কারণ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এপিডিসিএল এর আপাতত কোনো প্রস্তাব নেই। ২০২৩ সালের এপ্রিলের নির্ধারণ করে দেওয়া অনুসারে বিদ্যুৎ মাশুল অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এপিডিসিএল এর প্রস্তাব এক গতানুগতিক প্রক্রিয়া। প্রতিবছর এভাবে মাশুল বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয় বলে জানিয়েছে এপিডিসিএল। ফলে এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে স্পষ্টিকরণ দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ জন যুবক এনকাউন্টারের শিকার হওয়ার পর এবার পুলিশের হয়রানির জেরে ২৪ বছরের যুবকের আত্মহত্যার অভিযোগ

যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণের জড়িত থাকার সন্দেহে কয়েকদিন থেকে দীপাঙ্কর গগৈকে জেরা করছিল পুলিশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত কয়েকদিন ধরে আলফার লিংকম্যান হওয়ার সন্দেহে একাধিক যুবকের বিরুদ্ধে অসম পুলিশ ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। তবে শুধুমাত্র অভিযান নয় পুলিশের এনকাউন্টারের শিকার হয়ে ইতিমধ্যে পাঁচ জন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তবে এবার পুলিশের হয়রানির জেরে ২৪ বছরের যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণের জড়িত থাকার সন্দেহে বেশ কয়েকদিন থেকে দীপঙ্কর গগৈকে জেরা করছিল পুলিশ। অবশেষে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

প্রসঙ্গত সারা রাজ্য জুড়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আলফার লিংকমেন সন্দেহে একাংশ যুবকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে অসম পুলিশ। তবে শুধুমাত্র অভিযান নয়, এক্ষেত্রে অসম পুলিশ পাঁচটি এনকাউন্টার করেছে। মূলত পুলিশের অভিযানের ফলে উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলায় তিনজন, শিবসাগরে একজন এবং বাইহাটাতে একজন মোট পাঁচজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সদিয়ায় পুলিশের গুলিতে আঘাত পেয়েছেন বিশ্বনাথ বরগোহাই। তাছাড়া সদিয়ায় মনোজ বরগোহাই, দিপজ্যোতি নেওগ পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছেন। শিবসাগরের গেলেকিতে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন পল্লবজ্যোতি গগৈ। বাইহাটায় পুলিশের গুলিতে প্রাঞ্জল দাস আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হওয়ার পাশাপাশি বিরোধীপক্ষ এক্ষেত্রে সরকার এবং পুলিশকে সমালোচনা করে চলেছে।

তবে এভাবে যুবকদের পুলিশের এনকাউঃটার নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে ওঠার মধ্যেই বিরিনাশায়েক গাড়িকুরি গ্রামের ২৪ বছরের যুবক দীপাঙ্কর গগৈ মঙ্গলবার ভোরে আত্মহত্যা করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণে জড়িত থাকার সন্দেহে গত বেশ কয়েকদিন ধরে পুলিশ তাকে জেরা করছিল। পরিবারের সদস্যরা উত্থাপন করা অভিযোগ অনুসারে পুলিশ প্রতিদিন সকাল আটটার সময় এসে তাকে নিয়ে যেত এবং রাত দুটো তিনটের সময় তাকে ফিরিয়ে বাড়িতে দিয়ে যেত। পুলিশ তাকে ব্যাপক মারধর করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন দীপাঙ্কর গগৈর মা। পুলিশের হেফাজতে থাকার সময় তাকে কিছু খেতে দেওয়া হতো না। বিভিন্নভাবে দীপাঙ্কর গগৈকে শারীরিক অত্যাচার তথা মারধর করা হতো বলেও পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

দীপাঙ্কর গগৈর পরিবারের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অনেক আগে এই যুবক আলফার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে সে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসে। এরপর থেকে তার নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনদের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিলনা। বর্তমান দীপাঙ্কর গগৈ সঠিক ভাবে জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অবশেষে পুলিশ দীপাঙ্কর গগৈকে জেলা করেছিল। গত বেশ কয়েকদিন ধরে পুলিশের এই জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত ছিল বলে তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। এমনকি পুলিশ তাকে বাড়িতে ছেড়ে দেওয়ার পর দীপাঙ্কর গগৈ কাঁদতে কাঁদতে বহুবার বলেছে যে সে এইসব কার্যকলাপে কোনভাবেই জড়িত নয়। পুলিশ শুধুমাত্র সন্দেহ করে তাকে অত্যাচার করছে বলে দীপাঙ্কর গগৈ স্বয়ং জানিয়ে গেছেন। অবশেষে মঙ্গলবার ভোরে আত্মহননের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দীপাঙ্কর গগৈ।

এদিকে এই আত্মহত্যার ঘটনার পরেই সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পরিবারের সদস্যরা দীপাঙ্কর গগৈর মৃতদেহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। দীপাঙ্কর গগৈর আত্মহত্যার ঘটনার পরেই সারা রাজ্য জুড়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন দল সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা এই ঘটনার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আলফা ইতিমধ্যে এই সমগ্র বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে প্রচার মাধ্যমে বিবৃতি প্রেরণ করেছে। আলফার অভিযোগ অনুসারে ভুয়া সংঘর্ষের মাধ্যমে পুলিশ গুলি করা নিরীহ যুবকদের সঙ্গে এই সংগঠনটির কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে আলফার বিবৃতিতে গেলেকিতে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন পল্লবজ্যোতি গগৈর কথা উল্লেখ রয়েছে। অবশেষে এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য অসম পুলিশকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়েছে এই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আলফা।

টুকরো খবর

খোদ রাজধানীতেই আর সুরক্ষিত নয় মিয়ানমারের জান্তা সরকার

নেপিদো (অ্যাডাম সিম্পসন) ঃ ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বেশ কয়েকটি দেশ রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় তাদের আগেকার অঙ্গীকার অনুযায়ী পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলাটিতে তারা পক্ষভুক্ত হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে মিয়ানমারের যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন আইসিজে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে চলমান অপরাধের বিচারে প্রভাব ফেলতে পারে। ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর এ মামলায় দুটি পক্ষ পৃথকভাবে পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন জানায়। প্রথমটি মালদ্বীপ। আর দ্বিতীয়টি যৌথভাবে কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য। আইসিজের ৬৩ ধারা অনুযায়ী তারা এ আবেদন করে। আবেদনটি গ্রহণ করা হলে এ মামলায় দেশগুলো পক্ষভুক্ত হবে। রোহিঙ্গা গণহত্যার ছয় বছর পর এবং আইসিজেতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার অভিযোগ দায়েরের চার বছর পর সত্যিকার অর্থে অভ্যুত্থানের নেতা ও জ্যেষ্ঠ জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের বিপদের বাড়ল। পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য যারা আবেদন করেছে তাদের মধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দুটি স্থায়ী সদস্য দেশ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স রয়েছে। এ ছাড়া ইউরোপের প্রভাবশালী দেশ জার্মানিও রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত জার্মানির ফেডারেল পাবলিক প্রসিকিউটর জেনারেল আন্তর্জাতিক এনজিও ফোরটিফাই রাইটসের উদ্যোগে চালু হওয়া একটি বৈশ্বিক বিচার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে রাজি হননি। এই মামলাটিতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। আরাকান আর্মির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জাতীয় ঐক্য সরকারে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বড় অবদান আরাকান আর্মির। যুদ্ধের পর তারা মিয়ানমারকে স্বাধীন রাজ্যগুলোর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী, যেখানে রাখাইন জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়ে তোলা এখনো অনেক দূরের পথ। আন্তর্জাতিক পরিসরে মিয়ানমারের সেনা কর্তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক পদক্ষেপ যখন এগিয়ে চলছে, তখন মিয়ানমারের জান্তা সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। একের পর এক পরাজয় জান্তা সরকারকে অস্তিত্বের সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। ২৭ অক্টোবর সফল অভিযান পরিচালনার পর জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো দেশের বিভিন্ন অংশে চালকের আসনে রয়েছে। তিনটি সশস্ত্র সংগঠনের জোট ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স উত্তরাঞ্চলীয় শান স্টেটের দুটি প্রধান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর থেকে ১২০টি সেনাছাউনি ও ঘাঁটি দখলে নিয়েছে। এর পরপরই পূর্ব মিয়ানমারের কারেননি ও কারেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর ওপর হামলা শুরু করে। সবচেয়ে বড় হামলাটি করা হয় মধ্যাঞ্চলের সায়াগনে। এ হামলায় নির্বাসিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের জাতীয় ঐক্য সরকারের (এনইউজি) সশস্ত্র সংগঠন জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী কাউলিন শহর দখলে নিয়েছে। জাতীয় ঐক্য সরকার ডিসেম্বরের শুরুতে ঘোষণা দেয় কাউলিন হলো জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর দখলে নেওয়া জেলা পর্যায়ের প্রথম শহর, যেখানে পুরোপুরি বেসামরিক প্রশাসন চালু করা হয়েছে। এদিকে নভেম্বরের মাঝামাঝি মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মি মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ১২ মাস ধরে চলা অস্ত্রবিরতি ভেঙে দিয়েছে। মিয়ানমারে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে আরাকান আর্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ব্রাদারহুড় অ্যালায়েন্সের সদস্য। যুদ্ধবিরতির পর হামলা চালিয়ে তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সীমান্ত চৌকি এবং চারটি প্রধান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। এর ফলে, গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আরাকানের প্রতিবেশী চিন রাজ্যে, সেখানকার জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী কমপক্ষে দুটি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এখানকার সংঘাতের কারণে সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সাম্প্রতিক এসব হামলা মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধের গতিমুখে বড় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ও গাজা যুদ্ধের কারণে যে সংঘাত এত দিন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একেবারেই গুরুত্ব পেত না, সেই সংঘাত এখন সংবাদমাধ্যমের খবরের শিরোনাম হচ্ছে। মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠছে, তার নজির দেখা গেল ৪ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার প্রথম পাতায় কারেন জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নকে নিয়ে করা প্রতিবেদন থেকে । গৃহযুদ্ধপরবর্তী মিয়ানমার সরকারের ধরন কেমন হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ থেকেও প্রমাণ হয় যে মিয়ানমার নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির মনোযোগ তৈরি হয়েছে। নির্বাসিত জাতীয় ঐক্য সরকার মিয়ানমারে ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি জোর দিচ্ছে। ক্ষমতায় গেলে তারা কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সনদ বাস্তবায়ন করতে চায়। কিন্তু জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো মিয়ানমারের বামার জাতিগোষ্ঠীর আধিপত্য নিয়ে হতাশা জানিয়ে আসছে। মিয়ানমারের সরকার ও সামরিক বাহিনীতে বামাররা আধিপত্য করছে। নির্বাসিত বিরোধীদের জাতীয় ঐক্য সরকারের অনেকেই বামার। মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধের এই ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো জাতীয় ঐক্য সরকারের নেওয়া মিয়ানমারকে গণতান্ত্রিক ও ফেডারেল রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আরাকান আর্মির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জাতীয় ঐক্য সরকারে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বড় অবদান আরাকান আর্মির। যুদ্ধের পর তারা মিয়ানমারকে স্বাধীন রাজ্যগুলোর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী, যেখানে রাখাইন জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়ে তোলা এখনো অনেক দূরের পথ। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা এখন তাঁদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা হচ্ছে, তা নিয়ে সতর্ক রয়েছে। এ মামলার রায় তাদের বিরুদ্ধে গেলে তার প্রভাব কী হবে তা নিয়ে সজাগ তারা। ক্ষমতায় থাকার জন্য মিয়ানমারের সামরিক জান্তাদের হাতে এখনো অনেক কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে নাজুক ও সংঘাতময় সীমান্ত এলাকা থেকে সরে এসে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ক্ষমতা সংহত করার মতো কৌশলও নিতে পারে তারা। কিন্তু গত দুই মাসের ঘটনাপ্রবাহ বলছে যে, মিন অং হ্লাইং মিয়ানমারের রাজধানী নেপিদোতেই সুরক্ষিত নন।

১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করে যে ফল কিনল চেলসি

প্যারিস ঃ মার্কিন ধনকুবের টড বোয়েলি গত বছর মে মাসে চেলসি কিনে নেন। এরপর স্কোয়াডের শক্তি বাড়াতে দলবদলের বাজারে ঢেলেছেন ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি। স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটির হালনাগাদ খোঁজখবর না রেখে 'টাকায় কি না হয়'বহুল প্রচলিত কথাটি বিশ্বাস করলে ভাবতেই পারেন, চেলসি নিশ্চয়ই মাঠে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বটে! যদি বলা হয়, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে যে ২০টি দল খেলছে, তাদের মধ্যে আর কোনো দল ২০২৩ সালে লিগে চেলসির চেয়ে বেশি ম্যাচ হারেনি তাহলে? তখন অবশ্য মনে হতে পারে, নাহ টাকায় সবকিছু হয় না! ফুটবলের পরিসংখ্যানবিষয়ক 'এক্স' অ্যাকাউন্ট 'স্কোয়াকা' জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর কোনো দলই চেলসির চেয়ে বেশি ম্যাচ হারেনি। 'ট্রান্সফারমার্কেট' জানাচ্ছে, তথ্যটি সঠিক হলেও লজ্জার এই রেকর্ডে চেলসি নিঃসঙ্গ নয়। বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলা যায়। ২০২৩ সালে প্রিমিয়ার লিগে ১৯ ম্যাচ হেরেছে চেলসি। একই সময়ে প্রিমিয়ার লিগে চেলসির সমান ১৯ ম্যাচ হারা ক্লাব আছে আরও তিনটি বোর্নমাউথ, ফুলহাম ও নটিংহাম ফরেস্ট। অর্থাৎ ২০২৩ সালে প্রিমিয়ার লিগে আর কোনো দল চেলসির চেয়ে বেশি ম্যাচ হারেনি তবে সর্বোচ্চ হারের এই তালিকা এক সদস্যবিশিষ্ট নয়। এই চার দলের হারজিতের পরিসংখ্যান আরেকটু ব্যাখ্যা করলে সামগ্রিক চিত্রটা পাওয়া যায়। গতকাল রাতে প্রিমিয়ার লিগে উলভসের মাঠে ২-১ গোলের হারে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ হারের এই তালিকায় শীর্ষে উঠে আসে চেলসি। এ বছর সেটা ছিল চেলসির ৪১তম লিগ ম্যাচ। ৪১ ম্যাচে ১০ জয়, ১২ ড্র এবং ১৯ হার চেলসির। এ মৌসুমের লিগ টেবিলে তাঁরা দশম। তাদের দুই ধাপ নিচে অবস্থান করা বোর্নমাউথ ২০২৩ সালে ৩৮ ম্যাচ খেলে চেলসির চেয়ে বেশি জয় তুলে নিয়েছে। ১৩ জয়, ৬ ড্রয়ের পাশাপাশি ১৯ হার। ফুলহাম খেলেছে ৩৯ ম্যাচ। এ মৌসুমে লিগ টেবিলে বোর্নমাউথের পরের অবস্থানে থাকা ক্লাবটি (১৩তম) ১৪ জয় ও ৬ ড্রয়ের বিপরীতে ১৯ ম্যাচ হেরেছে। সত্তর দশকের শেষ দিকে এবং আশির দশকের শুরুতে ইউরোপিয়ান ফুটবল কাঁপানো নটিংহাম ফরেস্ট এবারের মৌসুমে লিগ টেবিলে আছে শোচনীয় অবস্থায়। ১৮তম স্থানে থাকা ক্লাবটি অবনমন অঞ্চল থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে। ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সালে টানা দুবার ইউরোপিয়ান কাপজয়ী (চ্যাম্পিয়নস লিগ) নটিংহাম এ বছর খেলেছে ৪০ ম্যাচ। ৯ জয়ের পাশাপাশি ১২ ড্র এবং ১৯ হার। তবে এ বছর এখনো ২টি করে ম্যাচ বাকি চেলসি, ফুলহাম, বোর্নমাউথ এবং নটিংহামের। এ বছর ৩৯ ম্যাচ খেলে ১৮ হার এভারটনের। প্রিমিয়ার লিগের দলগুলোর মধ্যে এ বছর এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কম ম্যাচ হেরেছে কেসে প্রশ্নও উঠতে পারে। বলতে পারেন, কে আবার ম্যানচেস্টার সিটি! উত্তর সঠিক, তবে পুরোপুরি নয়। আর এ ক্ষেত্রেও ব্যাপার সেই চেলসির মতোইপ্রিমিয়ার লিগে এ বছর সবচেয়ে কম ম্যাচ হারা একমাত্র দল নয় সিটি। পেপ গার্দিওলার দলের সমান ৬ ম্যাচ হেরেছে লিভারপুলও। ৭ ম্যাচ হেরেছে আর্সেনাল এবং ৮ হার অ্যাস্টন ভিলার। প্রিমিয়ার লিগে শুধু এই চারটি দলই এ বছর নিজেদের হারসংখ্যা দুই অঙ্কে পৌঁছাতে দেয়নি। তবে ম্যাচ জয়সংখ্যায় সিটি সবার ওপরে। ৩৯ ম্যাচে ২৭ জয় পেয়েছে গত মৌসুমের 'ট্রেবল'জয়ীরা। ৪০ ম্যাচে ২৫ জয় নিয়ে দুইয়ে অ্যাস্টন ভিলা। তাদের সমান ম্যাচে ২৪ জয় নিয়ে তিনে আর্সেনাল। পয়েন্ট পাওয়ার হিসাবে এ বছর প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট সিটির। ৮৭ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে গার্দিওলার দল। ৮২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অ্যাস্টন ভিলা এবং ৮১ পয়েন্ট নিয়ে এ তালিকায় তৃতীয় আর্সেনাল। এ বছর গোল করার হিসাবেও সিটি এগিয়ে। ৯০ গোল করেছে 'সিটিজেন'রা। এর বিপরীতে হজম করেছে ৩৭ গোল। প্রিমিয়ার লিগে আর কোনো দল এ বছর নিজেদের গোলসংখ্যা ৯০-এর ঘরে নিতে পারেনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আর্সেনাল করেছে ৮৪ গোল। ৭৯ গোল নিয়ে এ তালিকার তিনে লিভারপুল এবং ৭৮ গোল করে চারে উঠে এসে চমকে দিয়েছে এ মৌসুমে লিগ টেবিলে নবমস্থানীয় ব্রাইটন। তবে ব্রাইটনের গোলপোস্টও যেন 'চিচিং ফাঁক' হয়ে ছিল এ বছর ৬০ গোল হজম করেছে ক্লাবটি। ফুটবলের পরিসংখ্যানবিষয়ক 'এক্স' অ্যাকাউন্ট 'অপটা জো' জানিয়েছে, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ বিচারে এবারের পঞ্জিকাবর্ষে তিনটি দল চেলসির চেয়ে বেশি ম্যাচ হেরেছে। লা লিগার ক্লাব আলমেরিয়া হেরেছে ২৪ ম্যাচ। ২০ ম্যাচ হেরেছে বুন্দেসলিগার দল ভেরডার ব্রেমেন। ইতালিয়ান সিরি আ দল এম্পোলিও হেরেছে ব্রেমেনের সমান ২০ ম্যাচ।

নিজের জায়গায় পছন্দের ব্যাটসম্যানের নাম বলে সমালোচিত ওয়ার্নার

পর্থ ঃ পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনি টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে 'বিদায়' বলবেন ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর জায়গায় কে ওপেন করবেন, সেটাই এখন প্রশ্ন। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের হাতে বিকল্প আছে কয়েকটি। মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ম্যাথু রেনশওপেনার হিসেবে এই নামগুলোও বেশি শোনা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক সাবেক ক্রিকেটারই তাঁদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দের নাম বলেছেন। তবে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার নিজেই তাঁর জায়গায় পছন্দের ব্যাটসম্যানের নাম জানিয়েছেন, যেটাকে খুব একটা ভালোভাবে নেননি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক নির্বাচক জেমি কক্স।

২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকের ভূমিকা পালন করা কক্স সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'খুবই বিস্মিত হলাম। কখনো শুনিনি যে কোনো বর্তমান খেলোয়াড় তার উত্তরসূরি ঠিক করে দিচ্ছে। এখানে কী সমস্যা? প্রশ্নটি আমার জন্য নয়, জর্জ বেইলির (বর্তমান প্রধান নির্বাচক) জন্য এটা বললে কি সমস্যা হতো? আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

যে পাঁচজন ওয়ার্নারের জায়গা নেওয়ার দৌড়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে হ্যারিস, ব্যানক্রফট, রেনশ ওপেনার। গ্রিন ও মার্শ মূলত মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। তবে দলের সমন্বয়ের জন্যই তাঁদের দিয়ে ওপেনিং করানোর কথা ভাবা হচ্ছে। সবাই আছেন দারুণ ছন্দেও। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে শতক করেছেন হ্যারিস।

সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া 'এ' ও প্রধানমন্ত্রী একাদশের হয়ে অনেক রান করেছেন রেনশ। ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিপক্ষে পাকিস্তানের বিপক্ষে শতকও করেছেন। অন্যদিকে শিল্ড ক্রিকেটে ২০২১ সালের পর থেকে ১২টি

শতক করেছেন ব্যানক্রাফট, যা হ্যারিস ও রেনশর শতকসংখ্যার দ্বিগুণ। মার্শ ও গ্রিন তো টেস্ট দলেই আছেন।

ওয়ার্নার আগেই জানিয়েছেন, তাঁর জায়গায় ওপেনার হিসেবে হ্যারিসকেই পছন্দ। কেন, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই রান সংগ্রাহক। সঙ্গে ওয়ার্নার এটাও বলেছেন, এ কাজ নির্বাচকেরাই করবেন, 'কঠিন প্রশ্ন। এটা অবশ্যই নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার। তবে আমার জায়গা থেকে যেটা বুঝি, এই মুহূর্তে যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে এবং আলোচনায় আছে আমার মনে হয় হ্যারিসই সেই ব্যক্তি। সেদিন (প্রস্তুতি ম্যাচ) শতক তুলে নিয়েছে। অন্য কিছু ম্যাচে সুযোগ নষ্ট করেছে। তবে পরবর্তীদের মধ্যে সুযোগ পাওয়ার তালিকায় সেই এগিয়ে। যদি নির্বাচকেরা তার ওপর আস্থা রাখেন, তাহলে আমি নিশ্চিত, সে নিজের খেলাটা খেলতে পারবে।'

মেলবোর্ন টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৮ রান করেছেন ওয়ার্নার। ৩৮ রানের ইনিংসে খেলার পথে স্টিভ ওয়াহকে ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের চূড়ার দেখা পান তিনি।

ওয়ার্নারের রান এখন ১৮৫১৫। ৪৬০ ইনিংসে ৪৯ শতক ও ৯৩ অর্ধশতকে তাঁর ব্যাটিং গড় ৪২.৫৬। মেলবোর্ন টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৭০ তুলেছে পাকিস্তান। এর আগে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩১৮ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ৩ জানুয়ারি থেকে সিডনিতে শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট।

মেলবোর্ন টেস্ট ঃ ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার সঙ্গে 'মি.এক্সট্রা' ৫২, চাপে পাকিস্তান

পর্থ ঃ পাকিস্তান দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের গল্পটাই এমন। সেটা কখনো ব্যাটিং, কখনো বোলিংয়ে, আবার কখনো ফিল্ডিংয়ে। মেলবোর্ন টেস্টে প্রথম দিনে ভালো বোলিংয়ের পরও ফিল্ডারদের ভুলে মাত্র ৩ উইকেট নিতে পেরেছিল পাকিস্তান। আজ দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের বোলাররা আরও ভালো করলেন, ফিল্ডাররাও দারুণ ক্যাচ নিলেন। ৩ উইকেটে ১৮৭ রানে দিন শুরু করা অস্ট্রেলিয়াও অলআউট ৩১৮ রানে। কিন্তু পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা নিজেদের প্রথম ইনিংসে আজ ভালো করতে পারলেন না। ৫৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৪ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান। ১২৪ রানে পিছিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামবে পাকিস্তান। ২৯ রানে ক্রিজে অপরাজিত মোহাম্মদ রিজওয়ান ও ২ রানে অন্য প্রান্তে আছেন আমের জামাল।

ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি আরও একটা বিষয় পাকিস্তানি সমর্থকদের হতাশ করতে পারে। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৩০৮ রানের ৫২ রানই এসেছে 'মি. এক্সট্রা', অর্থাৎ অতিরিক্ত থেকে। মেলবোর্নের বোলিংসহায়ক উইকেটে যা পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এমসিজিতে টেস্টে কোনো দলের ইনিংসে অতিরিক্ত খাতে এটাই সর্বোচ্চ রান দেওয়ার নজির। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ রান মারনাস লাবুশেনের (৬৩), এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এসেছে অতিরিক্ত থেকে।

বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও ভালো শুরু পেয়েছিল পাকিস্তান। নাথান লায়নের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে দলীয় ৩৪ রানে ইমাম উল হক ফিরে গেলেও বড় বিপদ হয়নি। অধিনায়ক শান মাসুদ ও আরেক ওপেনার আবদুল্লাহ শফিকের ৯০ রানের জুটিতে ১ উইকেটে ১২৪ রান তোলে পাকিস্তান। অনেকেই তখন পাকিস্তানের লিড পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু দিনের খেলা শেষে বোঝা যাচ্ছে, সেটি করা এখন পাকিস্তানের জন্য বেশ কঠিন।

পাকিস্তানকে আটকে রাখার কাজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। শুরুটা করেছিলেন শফিককে (৬২) ফেরানোর মধ্যে দিয়ে। শফিক ভালো লেংথের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে কামিন্সের হাতে ক্যাচ দেন। এরপর পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমকে দুর্দান্ত এক বলে বোল্ড করেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের ব্যাক অব দ্য লেংথ ডেলিভারি ভেতরে ঢুকলে ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক গলে বোল্ড হন বাবর (১)।

লায়নকে ওভার দ্য টপ খেলতে গিয়ে মিচেল মার্শের হাতে ক্যাচ দেন দুর্দান্ত খেলতে থাকা মাসুদ (৭৪ বলে ৫৪ রান)। সৌদ শাকিল ও আগা সালমান ক্রিজে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। দলীয় ১৫১ রানে সালমানকে ফেরান কামিন্স। এরপর জামালকে সঙ্গে নিয়ে রিজওয়ান শেষ বিকেলের ঝড়টা কোনোমতে সামলেছেন। কামিন্স উইকেট নিয়েছেন ৩টি, লায়ন ২টি।

এর আগে ৩ উইকেটে ১৮৭ রানে দ্বিতীয় দিন শুরু করা অস্ট্রেলিয়া শুরুতেই ট্রাভিস হেডের উইকেট হারায়। তাঁকে ফেরান শাহিন শাহ আফ্রিদি। দলীয় ২৫০ রানে ব্যক্তিগত ৬৩ রানে করে ফেরেন মারনাস লাবুশেন। তাঁকে আউট করেন জামাল।

এরপর থিতু হওয়া মিচেল মার্শকে ৪১ রানে মীর হামজা আউট করলে অস্ট্রেলিয়াকে অলআউট করার কাজটা সহজ হয়ে যায় পাকিস্তানের। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া থামে ৩১৮ রানে। ৬৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন জামাল। আফ্রিদি, হামজা ও হাসান আলী ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের নতুন কমিটি বাতিলের নেপথ্যে

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক): ভারতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকার কোনও রকম 'ঝুঁকি' নিতে নারাজ বলেই সে দেশের কুস্তি ফেডারেশনের (রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া) নবনির্বাচিত কমিটিকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক সাসপেন্ড করেছে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ এও বলছে, ২০২৪-এ ভোটের আগে বিজেপি এখন এই সঙ্কটে 'শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসায় আসতে চায়'।

'নিয়ম না মানার' অভিযোগে ফেডারেশনের নতুন কমিটির বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রক।

এই সিদ্ধান্তের ঠিক তিন দিন আগে, কমিটির নতুন সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন সঞ্জয় সিং যিনি নারী কুস্তিগীরদের যৌন নিপীড়নের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

ফেডারেশনের নির্বাচনের ফল সামনে আসার পরই সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড়রা এর তীব্র বিরোধিতা করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নতুন সভাপতির আমলেও নারী কুস্তিগীরদের যে।ন নিপীড়ন থামবে না, এই আশঙ্কা জানিয়ে অলিম্পিকসএ পদক জয়ী কুস্তিগীর সাক্ষী মালিক কুস্তি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পদ্মশ্রী সম্মান ফেরত দেন কমনওয়েলথ গেমসএ পদকজয়ী বজরং পুনিয়া।

এরপরই বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় সরকারকে। বিরোধীরাও তোপ দাগতে ছাড়েনি বিজেপি সরকারকে।

এর মধ্যেই, কিছুটা 'নাটকীয়' ভাবে, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত ওই কমিটি বাতিল করে দেওয়া হয়।

বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে জরুরি তলব করেন। নতুন সভাপতির নাম ঘোষণার পরই ফেডারেশনে তাঁর 'দবদবা' (আধিপত্য) বজায় থাকবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মি সিং। ওই সাক্ষাতের পরই কিছুটা হলেও সুর বদলেছে বিজেপি সাংসদের গলায়।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য 'ভাবমূর্তি রক্ষার' হাতিয়ার বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

সঞ্জয় সিং সভাপতি নির্বাচিত পর কান্নায় ভেঙে পড়ে খেলা থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সাক্ষী মালিক।

কী বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা?

বিজেপির এই সিদ্ধান্ত লোকসভা নির্বাচনের কথা ভেবে কি না, এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বিবিসি বাংলাকে বলেন, হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বিজেপির প্রভাব নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, দু একটি রাজ্যে হয়ত কিছুটা কম। দেশের এই অঞ্চলে, যেখানে বিপুল সংখ্যক লোকসভা আসন, সেখানে হিন্দু রাষ্ট্রবাদের মতো বিষয়গুলি বরাবরই রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই অবস্থায়, দু'টি আন্দোলন - একটি কৃষক আন্দোলন এবং অন্যটি কুস্তিগীরদের তোলা অভিযোগ এবং ফেডারেশন নিয়ে যে বিতর্ক, এগুলো কিন্তু বিজেপির কাছে অনেকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের মতো। স্বভাবতই এই দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে নাও যেতে পারে।

বিশ্লেষকের অনেকেই আবার মনে করেছেন, নিজের 'ভাবমূর্তি' নিয়ে এই মুহূর্তে বেশ সচেতন বিজেপি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, এটা অনেকটাই ইমেজ রক্ষার বিষয় সরকারের কাছে। এর সঙ্গে দৈনন্দিন রাজনীতির যোগ না খোঁজাই ভাল। একেরপর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড়ের পদ্মশ্রী সম্মান বা খেলা ছেড়ে দেওয়ার মতো প্রতিক্রিয়া আসার পর আর ঝুঁকি নিতে চায়নি সরকার। এতে শুধু জাতীয়স্তরেই নয় আন্তর্জাতিক স্তরেও তো সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল।

এখন সরকার নিজেদের 'গ্লোবাল পাওয়ার' হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। আর শুধুমাত্র সামরিক ক্ষমতা বা অর্থনীতি দিয়েই তো নিজেকে গ্লোবাল পাওয়ার হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা যায় না। সফ্‌ট ডিপ্লোম্যাসিও একটা বিষয়। সে সব কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয়, বিবিসিকে বলছিলেন অধ্যাপক চক্রবর্তী।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের 'টাইমিং'টাও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। মি মৈত্র বলেন, শক্তপোক্ত দুটি মানুষের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হয় তখন তো কোনও একজনকে শেষমেশ পিছিয়ে আসতেই হয়। এবং এ ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ঠিক কোন সময় শাসক পিছিয়ে আসবে।

এখন লোকসভা নির্বাচনের আগে ততটা সুযোগ নেই, যে শাসক দল আরও একটু সময় নিয়ে দর কষাকষি করবে। সেই কারণেই হয়তো পিটি উষার মতো ব্যক্তিত্বকে তারা দায়িত্ব দিয়েছে আপাতত ফেডারেশনের কাজ দেখার।

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে বিজেপি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে হিন্দি বলয়ে একেবারেই ঝুঁকি নিতে চাইছে না এবং বিষয়গুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চাইছে। দেশের অন্য অংশে কিন্তু তাদের কৌশল অন্য রকম হতেই পারে, জানাচ্ছেন শুভময় মৈত্র।

এখন কী বলছেন খেলোয়াড়রা?

ক্রীড়া মন্ত্রকের এই পদক্ষেপকে এখনই 'আশার আলো' বলে মানতে রাজি নন সেই সব খেলোয়াড়রা যাঁরা এবছর জানুয়ারি মাস থেকে ক্রমাগত আন্দোলন করে চলেছেন, ধর্নায়ও বসেছেন।

বজরং পুনিয়া বলেছেন, এখনই পদ্মশ্রী সম্মান ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছি না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। আমার বোনেরা যতক্ষণ না সুবিচার পাচ্ছেন, ততক্ষণ লড়াই জারি থাকবে।

অন্যদিকে সাক্ষী মালিকও একই কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, সাসপেনশনের বিষয়ে এখনও লিখিত কোনও নথি দেখিনি। মি. সিংকে সাসপেন্ড করা হয়েছে নাকি পুরো কমিটিকে সেটা আমি জানি না।

আমাদের লড়াই সরকারের বিরুদ্ধে নয়। নারী কুস্তিগীরদের সুবিচারের জন্য এই লড়াই। আমি অবসর ঘোষণা করেছি। আশা করব আগামিদিনে নারী কুস্তিগীররা যেন সুবিচার পান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অচন্ত শরথ কমল যিনি কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছেন, তিনি এই পুরো জটিলতার দ্রুত নিষ্পত্তির উপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি কোনও রাজনীতি বা কে ঠিক বলছেন আর কে বলছেন না সে বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। তবে, আমি এটুকু বলতে পারি, খেলোয়াড়দের সঙ্গে রয়েছি।

গত জানুয়ারি মাস থেকে চলে আসা বিতর্কের জেরে খেলোয়াড়দের পারফর্মেন্সকে প্রভাবিত করাটা স্বাভাবিক, সে কথা মেনে নিয়েছেন তিনি।

বাড়িতে শান্তি না থাকলে বাইরে কেউ কিছু করতে পারেন না। একই ভাবে খেলোয়াড়রা কীভাবে তাঁদের আসন্ন প্রতিযোগিতার উপর মনোনিবেশ করবেন? আমি আশা করব, দ্রুত যেন সব ঠিক হয়ে যায় এবং কুস্তিগীররা তাঁদের খেলার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন, বলছিলেন তিনি।

'দবদবা থা, দবদবা রহেগা'

ভারতীয় কুস্তিগীরদের ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী সঞ্জয় সিং নির্বাচিত হওয়ার পর ব্রিজভূষণ শরণ সিং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেছিলেন, এই জয় আমার নয়, এই জিত দেশের সমস্ত কুস্তিগীরদের। গত ১১ মাস ধরে ফেডারেশনের কুস্তি সম্পর্কিত সমস্ত কাজ বন্ধ ছিল। আশা করছি, নতুন কমিটি গঠন হওয়ার পর সেই জট কাটবে।

একই সঙ্গে তিনি নিজের 'আধিপত্যের' কথাও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন। তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ভিনেস ফোগত, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়াকে নিশানায় রেখে বলেছিলেন, যা বার্তা দাওয়ার ছিল তা জানানো হয়ে গেছে। দেশের প্রত্যেকটা আখড়াতে এখন আতসবাজি ফাটানো হচ্ছে। দবদবা থা দবদবা রহেগা। ইঙ্গিত ছিল, তিনি বর্তমানে সভাপতি না থাকলেও ফেডারেশনে তাঁর 'আধিপত্য বজায় থাকবে'।

তবে একে ভাল চোখে দেখেনি শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, এমনটাই বিজেপির অন্দর মহলের খবর। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের পরই, বিজেপির জেপি নাড্ডা বৈঠক করেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের সঙ্গে। তারপর বিজেপি সাংসদের সুর কিছুটা হলেও বদলেছে।

বৈঠকের পরে, মি সিং সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আমি কুস্তি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুস্তিগীরদের ফেডারেশনের নির্বাচন হয়েছে।

সঞ্জয় সিং আমার আত্মীয় নন। সামনে লোকসভা নির্বাচন। অন্যদিকে তাকানোর সময় নেই, আমার অনেক কাজ রয়েছে।

কেন্দ্রের বিবৃতি

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের পাঠানো বিবৃতিতে অবশ্য সঞ্জয় সিং বা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বিজেপি সাংসদের কিন্তু কোনও উল্লেখ নেই। ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'নিয়মের তয়াক্কা না করেই' অনূর্ধ্ব১৫ এবং অনূর্ধ্ব২০ স্তরের প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে কুস্তি ফেডারেশন'। আগামী ২৮-৩০ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা জেলায় ওই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। নিয়ম অনুযায়ী, জাতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতার আগে কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক হওয়া উচিত, যেখানে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করার পরেই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বা প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ ঘোষণা করা যায়।

একই সঙ্গে যে খেলোয়াড়রা ওই প্রতিযোগিতায় যাবেন তাঁদের প্রস্তুতির জন্য ১৫দিনের সময়ও দিতে হবে।

কেন্দ্রের দাবি, ফেডারেশন কোনও নিয়মই মানেনি এক্ষেত্রে বরং তড়িঘড়ি প্রতিযোগিতার দিন ঘোষণা করা হয়েছে। এটা ছাড়াও একাধিক অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রকের পাঠানো ওই বিবৃতিতে।

এর পাশাপাশি, কেন্দ্রের তরফে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনকে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করে ফেডারেশনের কাজকর্ম দেখার জন্য বলা হয়েছে।

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে হরিয়ানাতে ভোট হারাতে নারাজ বিজেপি। আগেই কৃষি বিলকে কেন্দ্র করে হরিয়ানাতে 'অস্বস্তিতে' ছিল বিজেপি।

অন্য দিকে, কৃষক আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বের সমর্থন পেয়ে এসেছেন প্রতিবাদী কুস্তিগীররা। আন্দোলনকারী কুস্তিগীরদের বল প্রয়োগ করে তুলে দেওয়ার ঘটনারও তীব্র প্রতিবাদ করেন তাঁরা।

এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বলছেন, বিজেপির হিন্দু রাষ্ট্রবাদ, জম্মুকাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত কিন্তু তাদের পক্ষে যেতে পারে বলে মনে করে হচ্ছে।

তাঁর কথায়, বিজেপির হিন্দু রাষ্ট্রবাদ, জম্মুকাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়া, বা রাম মন্দির নির্মাণের মতো ঘটনাগুলি মূল ধারার হিন্দু আধিপত্যবাদী মানুষ পছন্দ করছেন। একই ভাবে দিল্লির কাছাকাছি হরিয়ানায় কৃষক আন্দোলন বা কুস্তিগীরদের আন্দোলনের মতো বিষয়গুলি কিন্তু বিজেপিকে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই অস্বস্তির জায়গা থেকে বিজেপি বেরোনোরও চেষ্টা করছে। যার ফল স্বরূপ, নবনির্বাচিত সঞ্জয় সিংয়ের কমিটিকেই বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

মি মৈত্রের কথায়, যেহেতু সব শাসকই সাধারণভাবে আধিপত্যবাদী, তারা চট করে হেরে যেতে চায় না এবং সেই কারনেই দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে।

এগুলো পশ্চিমবঙ্গের মতো দুর্নীতি নিয়ে দ্বন্দ্ব নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন আচরণ, ভাবনা অথবা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসায় আপাতত এইসব ঝামেলা মিটিয়ে নিতে বা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে বিজেপি সচেষ্ট।

মনে রাখতে হবে, কৃষক আন্দোলন এবং কুস্তিগীরদের নিয়ামক সংস্থা নিয়ে সমস্যা, এই দুটি বিষয়েই পিছু হটেছে বিজেপি সরকার। এর পাশাপাশি, কুস্তিগীরদের বিষয়ে কতদিন পর তাঁরা পিছু হটছে, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, মন্তব্য মি মৈত্রর।

টুকরো খবর

'১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবসায়ী এবারের নির্বাচনে, মন্ত্রীর বিদেশে হাজার কোটি টাকার সম্পদ'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ভোটারদের আগ্রহ কমলেও ধনীকোটিপতি আর ব্যবসায়ীদের প্রার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে অনেক। গত ১৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী অংশ নিচ্ছে সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে। দ্বাদশ নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রার্থীদের দেয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে আর্ন্তজাতিক দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবি মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে বলছে, নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রার্থীদের ২৭ ভাগই কোটিপতি। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, মন্ত্রীদের মধ্যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় বেড়েছে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সীর। আর ১৫ বছরের মধ্যে সম্পদ বেড়েছে খাদ্যমন্ত্রীর। নাম গোপন রেখে এক মন্ত্রীর সম্পদের হিসাব তুলে ধরে টিআইবি বলছে, দেশের বাইরে ঐ মন্ত্রীর দুই হাজার ৩১২ কোটি টাকার সম্পদ থাকলেও তা প্রকাশ করা হয়নি হলফনামায়। তবে টিআইবির এই প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন বলছে, হলফনামার তথ্য দেয়া একটা বিধান। এতে ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিলেও কিছু করার নেই নির্বাচন কমিশনের। আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের বেশিরভাগের প্রার্থীরই মূল পেশা ব্যবসা। হলফনামা বিশ্লেষণ করে টিআইবি দেখতে পেয়েছে সেখানে সর্বোচ্চ ৫৭ শতাংশই ব্যবসায়ী রয়েছেন। অন্য পেশাজীবিদের মধ্যে যারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, তাদের মধ্যে নয় দশমিক ১৭ ভাগ আইনজীবি, সাত দশমিক ৮১ ভাগ কৃষিজীবি, পাঁচ দশমিক ১৬ ভাগ চাকুরিজীবী। আরও রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও গৃহস্থালির কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। কিন্তু পেশাদার রাজনীতিবিদের হার মাত্র দুই দশমিক ৮৬ ভাগ। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ''দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এখন দেখা যাচ্ছে না। যারা ব্যবসায়ী হিসেবে রাজনীতিতে আসেন, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা মূলত রাজনীতিটাকে তাদের ব্যবসায়ের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন''। ''যারা নির্বাচনে আসেন, এটা তাদের বিনিয়োগ। জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে চান মূলত মুনাফা অর্জন করার জন্যই,'' বলছিলেন মি. জামান। হলফানামা বিশ্লেষণ করে টিআইবি প্রতিবেদন বলছে, মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় বেড়েছে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সির। তার আয় বেড়েছে দুই হাজার ১৩১ শতাংশ। এর পরই রয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান। এই তালিকায় শীর্ষ দশের মধ্যে আরো আছেন, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গাজী গোলাম দস্তগীর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নাম। আর ৫ বছরের মধ্যে যে দশ জন মন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে তাদের মধ্যে সবার ওপরে রয়েছে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নাম। সম্পদ বৃদ্ধির এই তালিকায় দশজনের মধ্যে ছয়জনই প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী। হলফনামা বিশ্লেষণ করে টিআইবি'র দেয়া তথ্য বলছে, গত তিন মেয়াদের ক্ষমতায় থাকাকালীন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। ১৫ বছরের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধির এই তালিকায় রয়েছেন তিনজন প্রতিমন্ত্রী ও সাত জন মন্ত্রী। আইন বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক বিবিসিকে বলেন, ''মন্ত্রী পদে থেকে ব্যবসা করা সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ। মন্ত্রীর পদে থেকে বাড়ি ভাড়া ছাড়া কোন ধরনের ব্যবসায়িক আয় তারা করতে পারেন না''। ''মন্ত্রীরা যদি হলফ করে বলেন তাদের আয় বেড়েছে, সম্পদ বেড়েছে তাহলে এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। এটা সংবিধানের ১৪৭ ধারার ৩ উপধারায় স্পষ্ট করে বলা আছে,'' জানান মি. মালিক। বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রীর বিদেশে ২,৩১২ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু সেই বিষয়টি হলফনামায় উল্লেখ নেই জানিয়ে টিআইবি বলছে, সম্পত্তির যে হিসাব ঐ মন্ত্রী দিয়েছেন তা সত্যের ধারে কাছেও নয়। টিআইবি'র প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, টিআইবির নিজস্ব অনুসন্ধানে দেশের বাইরে ওই মন্ত্রীর ১৬ কোটি ৬৪ লাখ পাউন্ড বিনিয়োগের খবর তাদের কাছে রয়েছে। বাংলাদেশি টাকায় যা দুই হাজার তিনশো বারো কোটি টাকা। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ২০১০ সাল থেকে একটি দেশে ঐ বিনিয়োগ শুরু করেন ঐ মন্ত্রী। এরপর ২০২১ সালে গিয়ে এই সম্পদ বেড়ে তিন দশমিক ২২ কোটি পাউন্ডে দাড়িয়েছে। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, টিআইবির এই তথ্য একদম নির্ভরযোগ্য সুত্রে পাওয়া। যেহেতু ঐ মন্ত্রী এই তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করেন নি তাই তা প্রকাশ করছেন না তারা। তবে যদি, সরকার, নির্বাচন কমিশন, দুদক কিংবা রাজস্ব বোর্ড এই তথ্য চান তাহলে তাদেরকে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মি. জামান। দুই হাজার আট সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের হলফনামা জমা দেয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে নির্বাচন কমিশন। প্রথমদিকে এই তথ্য প্রকাশ করা না হলেও পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হয়। নির্বাচন বিশ্লেষকদের মতে, হলফনামার উদ্দেশ্য ছিলো এটা দেখে জনগণ বা ভোটাররা যেন প্রার্থীদের সম্পর্কে জানতে পারে। যাতে এটা দেখে ভোটাররা বুঝতে পারে কোন প্রার্থী যোগ্য, কে কোন উপায়ে সম্পদ অর্জন করছে। সেই অনুযায়ী তারা প্রার্থীকে বেছে নেয়া বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আইন বিশ্লেষক ড. শাহদীন মালিক বলছেন, ''প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে যে হলফনামা দিচ্ছেন, সেখানে অনেক সময় ভুল তথ্য দেন। দুদক চাইলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব চাইতে পারে। আইন অনুযায়ী, তিন সপ্তাহের মধ্যে হিসাব না দিলে অলরেডি অপরাধ সংগঠিত হয়ে যায়।'' ''দুদক আইনের ২৬ ও ২৭ ধারার কথা উল্লেখ করে মি. মালিক জানান, দুদকের অভিযুক্তদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে এই ২৬ ও ২৭ ধারার মামলা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আইনের এই ধারা রাজনৈতিক সমালোকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে'', যোগ করেন তিনি। নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা যে তথ্য দেন তা হলফনামায় যুক্ত থাকে। সেগুলো প্রকাশও করা হয় নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে। কিন্তু এই তথ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন কী করতে পারে? নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর বলেন, ''নির্বাচন কমিশন সরাসরি কিছু করতে পারে না। যেহেতু সে শপথ করে তথ্য দিচ্ছে ভূল তথ্য দিলে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলো তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে। মিথ্যা বলার অপরাধে।'' উদাহরণ হিসেবে মি. আলমগীর বলছেন, ''আয় নিয়ে ভূল তথ্য দিলে ইনকাম ট্যাক্সওয়ালারা মামলা করতে পারবে। সম্পত্তির হিসাবে বা তথ্য গোপন করলে দুদক মামলা করতে পারবে। তখন কর্তৃপক্ষ মামলা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।'' কিন্তু আইন অনুযায়ী ইসির কিছু করার নেই বলেও জানাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
28:12:2023

'অন্য নির্বাচনের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি আলাদা'

রাঁচি : এর আগে নির্বাচনের সময় অনেক কাজ থাকতো, দিনরাত কাজ করে দম নেয়ার সময় পেতাম না। এবার দল অল্প কয়েকটা, তাই পোস্টারের অর্ডারও অনাবারের চেয়ে অনেক কম। নির্বাচনের মৌসুমেও আশানুরূপ ব্যবসা নেই, তাই এভাবেই আক্ষেপ করছিলেন পুরান ঢাকার বাবুবাজারের প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম। এবারের জাতীয় নির্বাচনে অন্যতম বিরোধী দল বিএনপি সহ একাধিক দল অংশগ্রহণ না করায় ছাপাখানাগুলোর কাজের চাহিদা কমে গেছে বলে দাবি করছেন তার মত অনেক প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসায়ী।

নির্বাচনের প্রচারণাকে ঘিরে সকলময়ই প্রার্থীদের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট ছাপার কাজ হয়ে থাকে ছাপাখানাগুলোয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ছাপা হয় প্রার্থীদের পোস্টার। গত ২৭ বছর ধরে ছাপাখানার ব্যবসার সাথে জড়িত শহিদুল ইসলাম বলছিলেন অন্যান্যবার নির্বাচনের আগে পোস্টার ছাপানো নিয়ে ছাপাখানাগুলোর নিজেদের মধ্যে একরকম প্রতিযোগিতা হত, কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

দুই যুগের মধ্যে ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ মৃত্যু, যেসব কারণ দায়ী

কলকাতা ঃ বহু বছর ধরে ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ থাকলেও ২০২৩ সালে এসে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এই বছরে আক্রান্তের হার যেমন বেড়েছে, তেমনি মৃত্যুর সংখ্যা সর্বোচ্চ ছুঁয়েছে।

গত ২৩ বছরে দেশে ডেঙ্গুতে মোট মারা গেছেন ৮৬৮ জন। কিন্তু এ বছর এখন পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৬৯৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। অর্থাৎ গত ২৩ বছরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, গত এক বছরে তার চেয়ে বেশি মানুষ এই রোগে মারা গেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিণতির পেছনে গত কয়েক বছর ধরে চলমান অপরিকল্পিত নগরায়ন, মশক নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, স্বাস্থ্যখাতের দুরবস্থাসহ বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

অনেক বছর ধরেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মশার ওষুধ ছিটানো এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মত নানা পদক্ষেপ নেয়ার কথা থাকলেও এখনো নিয়ন্ত্রণে আসছে না ডেঙ্গু।

অতীতে ডেঙ্গুতে এত মানুষের মৃত্যু হয়নি

সর্বপ্রথম ডেঙ্গুর সংক্রমণ হয় ১৯৬০ সালের দিকে। এরপর কেটে গেছে ৪০ দশক।

তারপর ২০০০ সালের জুন মাসে ডেঙ্গু সর্বপ্রথম মহামারী আকারে দেখা দেয়। সে বছর মোট ৫ হাজার ৫৫১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়, যার মাঝে মারা যায় ৯৩ জন।

এরপর কমবেশি প্রতিবছরই মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, মারা গেছে। কিন্তু সেই সংখ্যা কখনোই ২০২৩ সালের মতো এত প্রকট আকার ধারণ করে নি।

এই সময়ের মাঝে ২০২৩ সালের আগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গিয়েছিলো কোভিডের আগের বছর ২০১৯ সালে। ঐ বছর সারাদেশে মোট ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়, মারা যায় ১৬৪ জন।

২০১৯ এর সাথে এ বছরকে তুলনা করলে দেখা যায়, এই সময়ের মাঝে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে দশগুণ। সেইসাথে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়ে হয়েছে তিনগুণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিডকালীন সময়ে মানুষের জীবনযাপন সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত থাকার কারণে পরবর্তী কয়েক বছর ডেঙ্গু ২০১৯ সালের মতো প্রকট আকার ধারণ করতে করে নি। স্বাস্থ্য বিভাগের হেলথ ইমারজেন্সি অপারেশন ও কন্ট্রোল রুমের হিসেব অনুযায়ী, ২০২০ সালে সারাদেশে মোট ১ হাজার ৪০৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলেও ঐ বছর মারা গিয়েছিলো সাত জন।

একটা সময় ধারণা করা হতো, বর্ষাকাল মানেই হলো ডেঙ্গুর মরসুম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন সেই বিশ্বাস পাল্টাবার সময় এসেছে। কারণ এখন শুধু বর্ষা না, শীতগ্রীষ্মেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

সাধারণত বর্ষা পরবর্তী সময় অর্থাৎ অগাস্ট থেকে অক্টোবরকে ডেঙ্গুর 'পিক সিজন' বলা হয়।

কিন্তু এ বছর অক্টোবরের পর সংখ্যার বিচারে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ও মৃত্যু কিছুটা কমে এলেও এখনো তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। এই ডিসেম্বরেও প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ ডেঙ্গুতে মারা যাচ্ছে।

বিগত পাঁচ বছরের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০১৯ থেকে ২০২২, এই সময়ের মাঝে শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসে মোট মারা গেছে ৩৪ জন। কিন্তু এ বছর এই মাসে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৭৬ জন, যা গত ৫ বছরের ডিসেম্বর মাসের মোট মৃত্যুর চেয়ে দুই গুণ বেশি।

আগে শীতকালে কিউলেক্স মশার উপদ্রব বাড়লেও ডেঙ্গুবাহিত এডিস মশার উপদ্রব আগে দেখা যেত না। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে, শীতকালে, অর্থাৎ ডিসেম্বরেরও এডিস মশা দেখতে পাওয়ার কারণ জলবায়ু পরিবর্তন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

ডিসেম্বর মাসে ডেঙ্গু হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ আসলে জলবায়ুর উষ্ণতা। তাপমাত্রা যদি ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে চলে যায়, তাহলে মশার ডিম থেকে লার্ভা বের হয় না। কিন্তু এবার শীতের সময় ১৩ ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রা নামছে না। পঞ্চগড়, দিনাজপুরের দিকে হয়তো নামছে কিন্তু সারাদেশে না। এমনটাই বলেন রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর উপদেষ্টা ড. মুশতাক হোসেন। একই ধরনের অভিমত কীটতত্ত্ববিদ ও জাতীয় নদী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মনজুর আহমেদ চৌধুরীরও।

তিনি বলেন, এ বছর ব্যাপক ডেঙ্গুর ব্যাপকতার কারণ, আবহাওয়া মশার পক্ষে ছিলো সারাবছর। একটা লম্বা সময়ের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ছিলো। সেইসাথে, থেমে থেমে বৃষ্টি ছিলো।

এবার শীতের সময় যেসব এলাকায় ডেঙ্গু পাওয়া যাচ্ছে, সেসব এলাকার তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি। ওখানে এডিস মশা ব্রিড করতে পারে। কারণ মশার ব্রিডিংএর জন্য নূন্যতম তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেই হয়। কারণ অনেক গাছপালা হওয়ায় ওখানে খুব ঠাণ্ডা। সাধারণত সবসময় ডেঙ্গুর ঝুঁকিতে থাকলেও এবার গ্রামাঞ্চলেও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু। স্বাস্থ্য বিভাগের বলছে, চলতি বছরের ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ৩ লাখ ২০ হাজার ৫৪৯ জন এবং এই আক্রান্তদের দুই তৃতীয়াংশই হলো বাইরের।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ৮৯ জন, যার মাঝে ৭০ জনই বাইরে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবছর সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু পাওয়ার কারণ হল গ্রামের 'সেমিআরবান কন্ডিশন'।

অর্থাৎ আগে নগরায়নের ছোঁয়া শুধু শহরকেন্দ্রিক, বিশেষ করে ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু বিগত এক দশকে বাইরের অবকাঠামোগত চিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

ড. মুশতাক বলেন, যত নগরায়ন বাড়ছে, তত অপরিচ্ছন্নতা বাড়ছে। এ কারণে যেখানেসেখানে পরিস্কার জল জমে থাকছে, যা এডিস মশার প্রজনন কেন্দ্র। অথচ, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের প্রধান শর্তই হল পরিচ্ছন্নতা।

তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে গত বছর থেকেই ডেঙ্গু ছড়িয়েছে। কিন্তু এবার সেটা প্রকট আকার ধারণ করার অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আগে যারা একটা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে, এবার তারা অন্য একটা দিয়ে হয়েছে। ফলে গ্রামে সিরিয়াস রোগীর সংখ্যা বেশি পাওয়া গেছে এবার।

ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি ভাগ আছে, এগুলিকে বলে সেরোটাইপ। এবার ডেনটু এবং ডেনথ্রি সেরোটাইপ বা ডেঙ্গুর 'দ্বিতীয়' এবং 'তৃতীয়' ধরণে আক্রান্ত রোগী বেশি পাওয়া গেছে। মূলত, কেউ যদি প্রথমবার একটা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হয়, তবে দ্বিতীয়বার সে যখন আবার অন্য একটা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হয়, তখন তার অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ডেঙ্গুর ধরনে পরিবর্তন এসেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে একটা সিঙ্গেল সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হত। এখন একাধিক সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ এবং প্রায় প্রতিবছর মানুষ মরছে। কারণ একটা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি আরেকটা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হয়, তার অবস্থা গুরুতর হয়।

বলা হয়, কোনও ভূখণ্ডে যদি একবার ডেঙ্গু দেখা দেয়, তবে সেটিকে পুরোপুরিভাবে নির্মূল করার কোনও উপায় নেই বড়জোর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর, নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হল পরিস্কারপরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন।

এই দুই সমস্যা মেটানোয় সরকার যদি যথাযথ ব্যবস্থা এখন থেকেই গ্রহণ না করে, তাহলে ২০২৪ সালে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা আরও বাড়বে বলে সতর্ক করেন আইইডিসিআরের ড. মুশতাক।

আগামীবার গ্রামে ক্যাজুয়ালিটি আরও বেশি হবে, কারণ সেখানে এডিস মশার চাষবাস হচ্ছে। তাছাড়া, আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের মশা নিধন করার সক্ষমতা নাই । তাদের সেই অভিজ্ঞতা, সম্পদ, লোকবল, কোনোটা নাই।

তিনি মনে করেন, এত মৃত্যু হতো না যদি পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সরকার 'কেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' থেকে সরে দাঁড়াতে পারতো। অর্থাৎ, বড় হাসপাতালগুলোর ওপর থেকে যদি মানুষের নির্ভরশীলতা কমানো যেত।

মৃত্যুর হারের পেছনে প্রধান কারণ অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। সব রোগী মেডিকেল কলেজ হসপিটালে চলে আসে। আমরা যদি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকর না করতে পারি, প্রাথমিকভাবে সরকারি মূল্যে যদি ডেঙ্গু টেস্ট করাতে না পারি, তাহলে এই সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

এ বছর অগাস্ট থেকে অক্টোবরে দেশের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বড় হাসপাতালগুলোতে এমন অবস্থা হয়েছিলো যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগী সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছিলো। মেঝেতেও জায়গা দিতে পারছিলো না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করে, যদি উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে জটিল রোগীকে (বাচ্চা, গর্ভবতী নারী বা বয়স্ক মানুষ) পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা না থাকে, হাসপাতাল যদি ওয়েলইকুইপড না হয়, যদি সেখানে ডাক্তার এবং নার্স না থাকে তাহলে রোগীরা শহরমুখী হবেই।

সেক্ষেত্রে আসতে আসতে রোগীর শরীরের আরও অবনতি হবে এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়বে। দীর্ঘ দুই দশক পর প্রথমবারের মতো ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সাত বছর মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

'জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র'এর খসড়ায় (২০২৪২০৩০) বলা হয়েছে, এই ৭ বছরের মাঝে প্রতি লাখে ডেঙ্গু সংক্রমণ ১০০তে এবং মৃত্যুহার ০.১ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা হবে।

এই লক্ষ্য অর্জনে মোট ৬টি কৌশল বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে এই কৌশলপত্রের খসড়ায়। এর মাঝে প্রথমেই রয়েছে জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

আরো রয়েছে, সমন্বিতভাবে কীটনাশকের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দ্রুত ডেঙ্গু শনাক্ত ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের সমন্বয় করা, সেই সঙ্গে পুরো দেশ জুড়ে বাসাবাড়ি পর্যন্ত ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গবেষণার মাধ্যমে টিকা উদ্ভাবন থেকে শুরু করে ডেঙ্গু প্রতিরোধে গৃহীত সকল কর্মসূচীর দুর্বলতা নির্ণয় করে নীতি ও কৌশলগত পরিবর্তন আনা। কিন্তু এই কৌশলপত্র নিয়ে সমালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এটিকে বাস্তবে রূপ দেয়া কঠিন হয়ে যাবে।

কীটতত্ত্ববিদ মি. মনজুর বলেন, এটার মশা নিয়ন্ত্রণের অংশটি খুবই দুর্বল, এটা ঠিকমতো করে নাই। এবার উপজেলাগুলোতে প্রচুর ডেঙ্গু হয়েছে। সেগুলা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও কিছু উল্লেখ নাই এতে।

মিউনিসিপালটির অ্যাক্ট অনুযায়ী, মশা বা ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের। অথচ এইখানে হেলথ ডিপার্টমেন্টের কথা বলা আছে যে তারা তাদের লোকবল বাড়াবে। লোকবল বাড়িয়ে কি হবে? আইন অনুযায়ী তাদের তো অধিকার নাই, একটা মেশিন নিয়া স্প্রে করার।

একি বিষয়ে ড. মুশতাক বলেন, এই কৌশলপত্র স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে করা হয়েছে। কিন্তু এটা বাস্তবায়িত করা কঠিন কাজ। তারা কৌশলপত্র করছে, ভালো কথা। কিন্তু এখানে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি কোথায়? তিনি আরও বলেন, এটা দলিল হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু এটার অপারেশন, একশন প্ল্যান পরিপূর্ণ না। কে কোন কাজ করবে, বাজেট কোথা থেকে আসবে, এইগুলো এড্রেস করা নাই। এটার প্রধান সমস্যা হল, স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয় দরকার। স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ। অর্থাৎ মশা নিয়ন্ত্রণ করা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। এটা নিয়ন্ত্রণ না হলে হাসপাতালের রোগী কমবে না।

কৌশলপত্র অনুযায়ী কাজ শুরু হলে কিছুদিন পর স্বাস্থ্য বিভাগ বলবে, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু মশা নিয়ন্ত্রণ না হলে আমরা কি করবো? এইটার সমস্যা সমাধান করা হয় নাই। রোগী কমাবো কিভাবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে কোনও প্রস্তাবনা এখানে নাই।

এদিকে দেখা গেছে যে এ বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তদের ৬০ শতাংশই হলো পুরুষ। ধারণা করা হয়, নারীদের চেয়ে পুরুষদের শরীরে অনাবৃত অংশ বেশি থাকায় মশা দংশন করার সুযোগ বেশি পায়।

তাছাড়া, এখনো কর্মজীবী নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কম। সেক্ষেত্রে যেহেতু ঘরের কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীর অংশগ্রহণ বেশি, তাই নারীদের ঘরের বাইরে বের হতে হয় কম। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নারীরাও একইভাবে ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু সেটা হিসেবে আসছে না।

ড. মুশতাক বলেন, কর্মস্থলের কারণে পুরুষরা শহরে যাচ্ছে এবং টেস্ট করিয়ে দেখছে। কিন্তু নারীরা সেই সুযোগ পাচ্ছেই না। যদি সব ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত করা যেত, তাহলে সংখ্যাটা কাছাকাছিই হতো। উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দেশে অফিশিয়ালি এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ রোগী পাওয়া গেছে, তা মূলত মোট আক্রান্তদের বিশ ভাগের এক ভাগ।

যে কারণে ডায়েট করে বা জিমে গিয়েও কমছে না ওজন

কলকাতা (এজেন্সী)ঃ যারা মোটা বা যাদের অতিরিক্ত ওজন তাদের অনেকেই একটা অভিযোগ করেন যে, ডায়েট করে আর ব্যায়াম করেও শুকাতে পারছেন না তারা, বা ওজন নিয়ন্ত্রণে আসছে না। কিন্তু এমনটা হওয়ার কারণ কী? 'মোটা', 'ওজন বেড়ে যাওয়া', বা স্থূলতা এই শব্দগুলো শুনলে ঘুরেফিরে একটা বিষয় মাথায় আসে - আর সেটা হল অস্বাস্থ্যকর আর অপরিমিত খাবার খাওয়ার অভ্যাস এবং আরাম আয়েশের জীবন যাপন।

ওজন বাড়ার ক্ষেত্রে এগুলো বড় কারণ অবশ্যই। তবে যারা নিয়মিত ব্যায়াম বা ডায়েট করেও ওজন কমাতে পারছেন না তাদের এই ওজন বাড়ার পেছনে রয়েছে ভিন্ন আরেকটি কারণ।

আর সেটা হল 'ওবিসোজিনস'। ওবিসোজিনস হল এমন এক ধরণের কেমিকেল যা আপনার পরিপাকতন্ত্রে আঘাত হানে এবং অনেক সময় সেক্স হরমোনের ওপরও প্রভাব ফেলে।

কারো শরীরে ওবিসোজিনস বেশি পরিমাণে থাকলে তার শরীরে চর্বি জমার জন্য যে কোষগুলো দায়ী সেই কোষের সংখ্যা ও আকার বাড়িয়ে দেয়। আবার যেসব ব্যাকটেরিয়া চর্বি শোষণ করে, সেগুলোর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এতে চামড়ার নীচে চর্বির আবরণের ঘনত্ব বাড়তে থাকে।

সেইসাথে টাইপ টু ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং এই দুটির প্রভাবে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ বা হার্টের সমস্যা, স্লিপ অ্যাপনিয়া এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকিও দেখা দেয়।

সেইসাথে লিভারসহ বিভিন্ন অঙ্গে গ্লুকোজ ও ফ্যাটি অ্যাসিড জমতে থাকায় হরমোনের কার্যকলাপেও পরিবর্তন আসে, হজমেও সমস্যা দেখা দেয়। তবে এই কেমিকেল সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে যদি কেউ মাতৃগর্ভে বা ছোটবেলায় এই কেমিকেলের সংস্পর্শে আসেন।

তখন সেটা 'ডিএনএ'র গঠনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। এতে ওই ব্যক্তির জিনের বৈশিষ্ট্য, কোষের কার্যকলাপ বদলে যায়। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও প্রভাবিত করতে পারে।

সহজ কথায় ওবিসোজিনসের কারণে মানুষের হজম শক্তি, প্রজনন ও বৃদ্ধি এই তিনটিই বেশি প্রভাবিত হয়।

ওবিসোজিনস কেমিকেল কেন বাড়ে?

আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি, এমন অনেক পণ্যে এই ওবিসোজেনিক কেমিকেল বা রাসায়নিক উপাদানগুলো রয়েছে।

যেমন ঃ ডিটারজেন্ট বা যেকোনো পরিস্কারক উপাদান, প্রসাধনী বা ব্যক্তিগত যত্নের পণ্য, খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিকের বাসন, রান্নার সামগ্রী, পোশাক, খেলনা, চিকিৎসা সামগ্রী ইত্যাদি। এসব পণ্য আমাদের জীবনের সাথে এমনভাবে জুড়ে আছে যে চাইলেই এর প্রভাব এড়ানো যাবে না। কিন্তু নিয়মিত এসব পণ্য ব্যবহারের ফলে খাবার, জল ও বাতাস আরো বেশি দূষিত হচ্ছে এবং মানুষের স্থূলতা ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে।

মানুষের শরীরে এমন ৫০ ধরণের ওবিসোজেনিক কেমিকেল রয়েছে যার কোনো একটা বেড়ে গেলে ওজন বাড়তে শুরু করে। এর মধ্যে পাঁচ ধরণের ওবিসোজিনসে আক্রান্তের ঝুঁকি বেশি থাকে।

১.বিপিএ ২.প্যাথালেট ৩.অ্যাট্রাজিন ৪.অর্গানোটিন্স ৫.পিএফওএ

বিপিএ

বিভিন্ন ফুডক্যান, খাবার ও পানীয় পাত্র, পলিকার্বোনেট প্লাস্টিকের সামগ্রী ও ইপোক্সি রেজিনে বিপিএ থাকে।

এটা নারীদের সেক্স হরমোন এস্ট্রোজেন, শরীরের চিনির ভারসাম্য রাখা ইনসুলিনের উৎপাদন এবং চর্বির গঠনের ওপর প্রভাব ফেলে।

এতে স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিতে পারে।

কেউ যদি বিপিএযুক্ত প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার গরম করেন বা গরম খাবার সংরক্ষণ করেন তাহলে মানুষ সেই খাবারের মাধ্যমে বিপিএ'র সংস্পর্শে আসে।

সব বয়সী মানুষ এমনকি নবজাতকের শরীরেও বিপিএ পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত রক্ত, প্রস্রাব, বুকের দুধ ও চর্বি পরীক্ষা করে বিপিএ আছে কিনা জানা যায়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফডিএ'র মতে, খাবারের প্যাকেটে যে পরিমাণ বিপিএ থাকে তা খুবই সামান্য এবং এতে মানবদেহে ক্ষতির ঝুঁকি নেই।

প্যাথালেটস

প্লাস্টিককে টেকসই ও নমনীয় করতে প্যাথালেটস ব্যবহৃত হয়। সাধারণত খেলনা, চিকিৎসা সামগ্রী, খাদ্যের প্যাকেজিং, ডিটারজেন্ট, সাবান, শ্যাম্পু, নেইল পলিশ, লোশন ও পারফিউমে প্যাথালেটস পাওয়া যায়। এই কেমিকেলটি পুরুষদের যৌন হরমোন অ্যান্ড্রোজেনের ওপর প্রভাব ফেলে, হজমে সমস্যা তৈরি করে যার কারণে টাইপ টু ডায়াবেটিসসহ ওজন বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

সাধারণত প্যাথালেটযুক্ত পাত্র ও প্যাকেজিং এর খাবার খেলে বা এই কেমিকেলযুক্ত পণ্য ব্যবহার করলে এমনকি ধুলোবালি থেকেও মানুষের শরীরে এই কেমিকেল প্রবেশ করতে পারে।

তবে, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলেছে যে খাবার প্যাকেটে বা প্রসাধনীতে যে পরিমাণে প্যাথালেট থাকে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।

অ্যাট্রাজিন

অ্যাট্রাজিন কেমিকেলটি ফসলের উৎপাদন বাড়াতে ব্যবহার করা হয়। এ কারণে মাটি ও পানিতে এই কেমিকেলের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌন হরমোনের ওপরে প্রভাব ফেলে। সেইসাথে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, জন্মগত ত্রুটি এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ায়।

অর্গানোটিন্স

এই কেমিকেলটি বেশি পাওয়া গিয়েছে পিভিসি পণ্য যেমন পাইপ, নৌকা বা জাহাজে ব্যবহার করা অ্যান্টিফাঙ্গাল পেইন্ট ও কীটনাশকে। এ কারণে পানিতে ও সামুদ্রিক শামুকে এই কেমিকেলের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। সেইসাথে প্লাস্টিক র‍্যাপ, প্লাস্টিকের খেলনা, স্টেশনারি, কাপড়েও এই কেমিকেল পাওয়া গিয়েছে। যার প্রভাব সেক্স হরমোনের ওপর পড়ে এবং শরীরে চর্বি বাড়তে থাকে।

পিএফওএ

যেকোনো পানিরোধী কাপড় যেমন রেইনকোটছাতাতাঁবু, ননস্টিক রান্নার সামগ্রী, প্রসাধনী, পরিস্কারক পণ্য, দাগ প্রতিরোধক, মাইক্রোওয়েভের খাবার এমনকি জলেতেও পিএফওএ পাওয়া গিয়েছে। এর প্রভাবে স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও ওজন বাড়ার সমস্যা দেখা দেয়।

এই কেমিকেল কিভাবে এড়ানো যায়?

ওবিসোজিনস কেমিকেলের সংস্পর্শ এড়াতে কয়েকটি দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সবার আগে ধূমপান ছাড়তে হবে

প্যাকেটজাত খাবার ও পানীয় খাওয়া যতোটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে

প্লাস্টিকের বাসনপত্রের পরিবর্তে কাঁচ, স্টিল বা মাটির পণ্য ব্যবহার

প্লাস্টিকের পাত্র যদি ব্যবহার করতেই হয় সেটা এসব কেমিকেলমুক্ত কিনা পরীক্ষা করা, তবে যে প্লাস্টিকই হোক সেটায় খাবার গরম করা যাবে না বা গরম খাবার পরিবেশন করা যাবে না

কীটনাশক দেয়া খাবার খাওয়া কমানো

ক্ষতিকর কেমিকেলমুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করা